জনস্বাস্থ্য সবার উপরে

বাংলাদেশে তামাক মহামারি রুখতে
তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন

PUBLIC HEALTH ON TOP

Unveiling Tobacco Industry Strategies
to Combat Tobacco Epidemic in Bangladesh

জনস্বাস্থ্য সবার উপরে

বাংলাদেশে তামাক মহামারি রুখতে
তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন

PUBLIC HEALTH ON TOP

Unveiling Tobacco Industry Strategies
to Combat Tobacco Epidemic in Bangladesh

প্রগতির জন্য জ্ঞান

PROGGA Knowledge for Progress

জনস্বাস্থ্য সবার উপরে
বাংলাদেশে তামাক মহামারি রুখতে
তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০১৩

রচনা
মনোয়ার হোসেন, মোঃ হাসান শাহরিয়ার,
মোঃ শাহেদুল আলম

সম্পাদনা
তাইফুর রহমান, এবিএম জুবায়ের

স্থিরচিত্র ও মিডিয়া
খন্দকার হাসিবুজ্জামান

ভাষান্তর ও গবেষণা
এইচ.এম. আল ইমরান খান ও মোহাম্মদ ওয়ালি নোমান

প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও মেহেরুন নেসা

অফিস সহায়তা
মোঃ সিহাব উদ্দিন

প্রচ্ছদ
রাজিব রায়

অলংকরণ
কাজি নাজমুল হাসান রাসেল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক
প্রজ্ঞা
বাসা ৬, মেইন রোড ৩
ব্লক এ, মিরপুর ১১, ঢাকা ১২১৬।
ফোন: +৮৮-০২-৯০০৫৫৫৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮০৬০৭৫১
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.progga.org

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ ও ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস
এর সহায়তায় প্রকাশিত।

পরিবেশক
পার্ল পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০।

PUBLIC HEALTH ON TOP
Unveiling Tobacco Industry Strategies
to Combat Tobacco Epidemic in Bangladesh

First Published
December, 2013

Written by
Monwar Hossein, Md. Hasan Shahriar,
Md. Shahedul Alam

Edited by
Taifur Rahman, ABM Zubair

Photo and Media
KH. Hashibuzzaman

Translation and Research
H. M. Al Imran Khan and Mohammad Wali Noman

Administration and Finance
Md. Abul Kalam Azad and Meherun Nessa

Office Support
Md. Shihab Uddin

Cover
Razib Roy

Design
Kazi Nazmul Hasan Rasel

All Rights Reserved.

Publisher
PROGGA
House 6, Main Road 3, Block A,
Section 11, Mirpur, Dhaka 1216.
Phone: +88-02-9005553
Fax: +88-02-8060751
Email: progga.bd@gmail.com
Website: www.progga.org

Published with support from Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) and Bloomberg Philanthropies.

Distributor
Pearl Publications
38/2, Banglabazar, Dhaka- 1100.

We wish to extend our thanks to Ellen Feighery, Sean Rudolph, Vandana Shah with Campaign for Tobacco-Free Kids and Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) for their support and advice.

ISBN: 978-984-33-7352-6

উৎসর্গ

অকাল প্রয়াত সাংবাদিক এবং এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স-আত্মা'র সদস্য মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী।

Dedication

Mahatab Uddin Chowdhury, the premature soul, journalist and Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) member.

প্রসঙ্গ কথা

তামাকজনিত মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তামাকের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, পঙ্গুত্ববরণ করে আরও প্রায় চার লক্ষ মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রতি বছর তামাকের কারণে মারা যাবে ১ কোটি মানুষ, যার ৭০ লক্ষই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের। আসন্ন এই তামাক মহামারির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া প্রতিটি মানুষের নাগরিক অধিকার। রাষ্ট্র তথা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এই বিশাল মৃত্যু ও অসুস্থতাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা। বাংলাদেশ সরকার এ বাস্তবতা অনুধাবন করেই ২০০৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'তে স্বাক্ষর এবং পরবর্তীতে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণয়ন করে। কিন্তু কিছু দুর্বলতার কারণে এ আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় এটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০০৯ সালে। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়, যা ২ মে গেজেট প্রকাশের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়। তবে তামাক কোম্পানিগুলো আইনের সংশোধনীটি যাতে পাশ না হয় সেজন্য যেভাবে তাদের নানাবিধ কূটকৌশল অব্যাহত রেখেছিল, বর্তমানে আইনটির গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো (যেমন: ছবিসহ সতর্কবাণী প্রবর্তন) যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হতে পারে সেজন্যও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে তামাকপণ্যে করারোপ রোধে কোম্পানিগুলোর কূটকৌশল ও হস্তক্ষেপ থেমে নেই। তার প্রমাণ আমরা চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের আগেও দেখেছি। তামাক কোম্পানি ভালোভাবেই জানে যে একটি কার্যকর করনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কি মাত্রায় তামাক ব্যবসা হ্রাস করতে সক্ষম। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য জনস্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ এসব তামাক-বিরোধী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধা প্রদানের জন্য তামাক কোম্পানিগুলো সুকৌশলে জনপ্রতিনিধি, সরকারি আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক এমনকি জনস্বাস্থ্যবিদ এবং চিকিৎসকদেরকেও

Foreword

Deaths caused by tobacco are not acceptable. In Bangladesh, 57 thousand people die and about 400 thousand become disabled due to tobacco every year. If the current trend of tobacco-related deaths continues, the annual death toll will reach 10 million by 2030, out of which seven (07) million will be in developing countries like Bangladesh, according to the World Health Organization (WHO). Every citizen of a state has the right to get protection from this tobacco epidemic, and at the same time, the states and the governments are also responsible for protecting public health by preventing damages caused by these deaths and disabilities. Accordingly, Bangladesh signed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) in 2003 and enacted 'Smoking and Tobacco Products Usages (Control) Act, 2005'. However, the Act could not play effective role in tobacco control due to some loopholes and that is why initiative to amend the Act was taken in 2009. Going through numerous ups and downs, the Bill for amendment of the Act was passed on April 29, 2013 and came in force through a government gazette on May 02, 2013. However, the tobacco industry adopted many tactics to impede the amendment and is still working to hinder implementation of important sections of the Act (e.g. pictorial health warnings). In addition, the industry's ploy continues to prevent effective taxation on tobacco products. We have seen these tactics even before the budget of the current fiscal year (2013-14). The tobacco industry knows very well that effective tobacco tax policy and its implementation can reduce the tobacco business to a great extent. Unfortunately, the tobacco manufacturers very tactfully utilize lawmakers,

ব্যবহার করে থাকে। রাজস্ব প্রাপ্তির সরল হিসাব দেখিয়ে অথবা কর্মসংস্থানের ভুতুড়ে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে তারা জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি আদায় করে থাকে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল উন্মোষের ইতিহাস বাংলাদেশে খুবই সাম্প্রতিক। বিশেষ করে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাকে বর্ধিত করারোপের ক্ষেত্রে তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক দৃঢ় অবস্থানের কারণে এ ধরনের হস্তক্ষেপ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। সঙ্গত কারণেই তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল সম্পর্কে আমাদের জানাও খুব সামান্য, যা কেবল পুস্তিকার কলেবরেই প্রকাশযোগ্য। তবে স্বল্প পরিসরে হলেও পুস্তিকাটিতে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার, তামাকের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি, তামাকের বাজার ও অর্থনীতি, তামাক কোম্পানির উত্থান ও হস্তক্ষেপ, তামাক নিয়ন্ত্রণে এবং হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, যা তামাক-বিরোধী কার্যক্রমে নিবেদিত সকলকে চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে রসদ যোগাবে। একইসাথে এটি আমাদের নীতিনির্ধারক ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে 'জনস্বাস্থ্য সবার উপরে' এই নিখাদ সত্য উপলব্ধি ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সর্বোপরি, আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ভবিষ্যতে বৃহৎ কলেবরে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশল উন্মোচনে প্রেরণা যোগাবে বলে আমরা আশাবাদী, যা আরো বৃহত্তর পরিসরে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

high officials of the government, university teachers, researchers, and even public health specialists and doctors to resist formulation and implementation these effective tobacco control policies, which are great protectors of public health. They also forge statistics on employment in the industry or show the sum of revenue they pay to the treasury to win lawmakers' sympathy.

The history of unveiling tobacco industry interferences and tactics is quite new in Bangladesh. The consistently strong tobacco control movement for law amendment and tobacco taxation brought the tobacco industry interferences in daylight. As a result, we do not have a lot of information about the tobacco industry tactics in Bangladesh context. The limited extent of information we have can be described only in a small book. Yet, in this limited scale, the booklet accommodates information on tobacco use in Bangladesh, health and other hazards of tobacco, tobacco market and economics, emergence and interferences of tobacco companies, and state's responsibility to control tobacco use and to combat tobacco industry interferences, which we believe will provide some useful weapons for the tobacco control activists in the country. We also believe that it will help the policymakers realize the fact that 'public health should be on top' and take effective measures accordingly. Hopefully this small initiative of ours will motivate large scale initiatives in the future of exposing tobacco industry interferences, which in turn will help policymakers and other stakeholders in the formulation and implementation of effective tobacco control policies.

TABLE OF CONTENTS
সূচিপত্র

Introduction 9
ভূমিকা ৯

FCTC and Bangladesh 11
এফসিটিসি এবং বাংলাদেশ ১১

What is Tobacco Industry Interference? 13
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ কি? ১৩

Tobacco Industry in Bangladesh 17
বাংলাদেশের তামাক শিল্প ১৭

Tobacco Industry Interference: Bangladesh Perspective 24
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ২৪

Tobacco industry interference in amendment of Tobacco Control Law 25
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ২৫

Tobacco industry interference on tobacco tax policies 33
তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর করনীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ৩৩

Measures to Fight Tobacco Industry Interference 41
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় করণীয় ৪১

References 42
তথ্যসূত্র ৪২

ভূমিকা

Introduction

পৃথিবীতে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ তামাক। তারপরও পৃথিবীব্যাপী তামাকের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশেও তামাকের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। তামাকজনিত ক্ষয়-ক্ষতির চিত্রও এখানে ভয়াবহ। তামাকপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে মূলত বিড়ি, সিগারেট, জর্দ্দা, গুল ও সাদাপাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পণ্যের নামে এসব বিষ বিক্রি করে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে। এ কারণে একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে তেমনি দেশের অর্থনীতিও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আবর্তে আটকা পড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা মতে, বাংলাদেশে তামাক থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আসে তার দ্বিগুণ চলে যায় তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায়। সারা পৃথিবীতে তামাকের এই ভয়াবহ চিত্র প্রায় একইরকম। তামাক জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য এতবড় হুমকি হওয়া সত্ত্বেও তা নীতি-নির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত তামাক মহামারির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[১]

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০০৯ অনুসারে, বাংলাদেশে ৪৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। অর্থাৎ দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সং-খ্যা ৪ কোটির বেশি। নারীদের মধ্যে এ হার ২৯% এবং পুরুষদের মধ্যে ৫৮%। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে বেশি। বাংলাদেশে ২৭.২% (২ কোটি ৫৯ লক্ষ) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। নারীদের মধ্যে ২৮% (১ কোটি ৩৪ লক্ষ) এবং পুরুষদের মধ্যে ২৬%

Tobacco use, despite being the largest cause of preventable deaths worldwide, is showing an increasing trend across the globe. The upward trend of tobacco use is also observed in Bangladesh. The burden of losses that tobacco causes is terrible. In Bangladesh, *bidi*, cigarette, *zarda, gul*, *sadapata* etc. are mostly used as tobacco products. By selling the toxic material in the guise of 'product', tobacco industry is making billions of taka every year. As a result, public health is under peril, and country's economy is threatened with a vicious cycle of long term loss. According to the World Health Organisation (WHO), the country's total cost of treatment of tobacco-related diseases is twice as much as the revenue from tobacco each year. The scenario is almost same globally. Although tobacco is considered a threat to public health and economy, it did not get proper attention of the policymakers as a 'threat'. Meanwhile, tobacco industry is leading the country to 'tobacco epidemic' through expanding their business.[1]

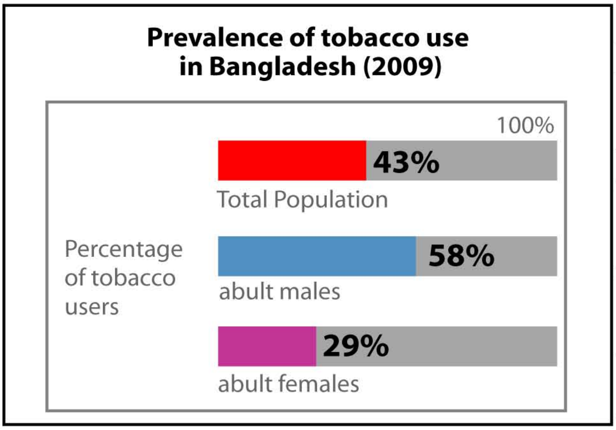

According to the Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009, 43% adults in Bangladesh use tobacco. Thus, the number of tobacco consumers in the country is more than 40 million. The rate is 29% among women and 58% among men. The rate of using smokeless tobacco among women is more than that among men.

(১ কোটি ২৫ লক্ষ) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে ২৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধূমপানের মাধ্যমে তামাক ব্যবহার করেন। অর্থাৎ দেশে ধূমপায়ীর বর্তমান সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লক্ষ। ধূমপানের হার পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি; ২ কোটি ১২ লক্ষ পুরুষ এবং ৭ লক্ষ নারী ধূমপান করেন। তবে পুরুষের ধূমপানের ফলে নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হবার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশের ৩০% প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১% নারী জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন।

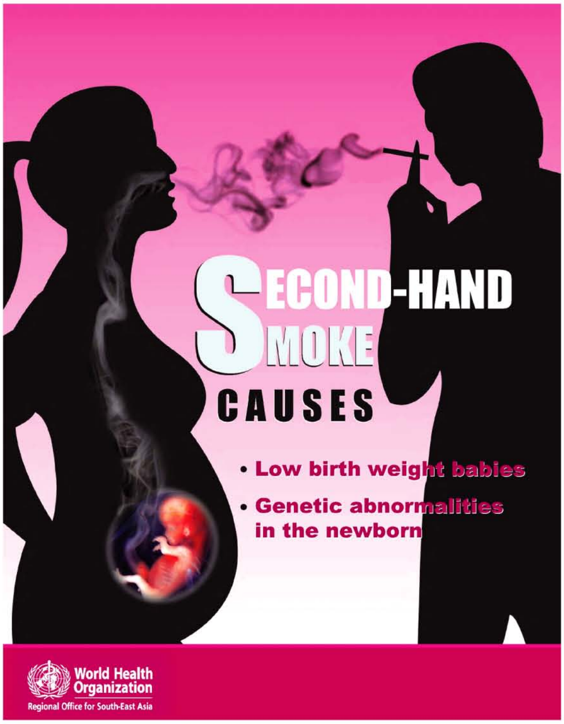

অর্থাৎ ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি নারী।[২] তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩০ বৎসর এর বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এবং ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেন।[৩]

ধূমপান ও চর্বনযোগ্য তামাকসহ সব ধরনের তামাকই স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাক সেবনের ফলে স্বাস্থ্যের যেসব ক্ষতি হয় তার মধ্যে অন্যতম মুখ ও গলার ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হাঁপানি, আলসার, হৃদরোগ, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, দাঁত ও মাড়ির ক্ষয়, গর্ভপাত, মৃত শিশু ও কম ওজন সম্পন্ন শিশুর জন্ম ইত্যাদি। যারা তামাক সেবন করেন তারা ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখগহ্বরের ক্যান্সার, গলনালীর ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি বহন করেন। শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার, ৮০-৯০ ভাগ মুখগহ্বরের ক্যান্সারসহ মোট ক্যান্সারের অর্ধেকের জন্য দায়ী তামাক। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭ হাজারের বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে ৬৯টি ক্যান্সারের জন্য দায়ী।[৪] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় বলা হয়, তামাকের

Overall, 27.2% adults (20.59 million) use smokeless tobacco: 28% (10.34 million) of the adult women and 26% (10.25 million) of the adult men. On the other hand, 23% adults use tobacco by smoking, which means the country has 20.19 million smokers. Smoking is much more prevalent among men: 20.12 million adult men and 0.7 million adult women smoke. Unfortunately women become victims of second-hand smoking due to smoking habit of their male counterparts. In Bangladesh, 30% of the adult women are exposed to second-hand smoking at workplaces and 21% of them are exposed at public places. This means around 10 million Bangladeshi women become victims of second-hand smoking without having a single puff on cigarette/bidi.[2] Fifty seven thousand (57,000) people aged 30 or above die annually due to tobacco use and 382,000 more become disable in different ways.[3]

All sorts of tobacco products, smoking or smokeless, are injurious to health. Tobacco causes a number of health hazards and diseases like oral and throat cancer, lung cancer, asthma, ulcer, heart disease, paralysis, chronic respiratory problems, decay of tooth and gum, stillbirth, low birth weight and many more. Tobacco users bear significantly higher risk of lung cancer, oral cancer, throat cancer, stomach cancer compared to non-users. Tobacco is responsible for half of all cancers including 90-95% of lung cancers and 80-90% of

A World Lung Foundation poster adapted in Bangla for mass media campaign in Bangladesh

কারণে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন লোক মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রতি বছর তামাকের কারণে মারা যাবে ১ কোটি মানুষ যার ৭০ লক্ষই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী।

এফসিটিসি এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এফসিটিসিতে[৫] সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। তামাকের ভয়াবহতা স্বীকার করেই ২০০৩ সালে প্রণীত তামাক বিরোধী আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এফসিটিসিতে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। তামাক নিয়ন্ত্রণের এই আন্তর্জাতিক চুক্তি একই সঙ্গে তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাস এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে সারা বিশ্বকে একত্রিত করার একটি সার্বজনীন হাতিয়ার। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি দেশ এফসিটিসির পক্ষভুক্ত, যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী এই চুক্তির আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালে এফসিটিসি অনুস্বাক্ষর করে। যার ফলে এফসিটিসির সবগুলো ধারা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা সরকারের উপর আরোপিত হয়। এফসিটিসির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণীত হয়, যা সংশোধিত হয় ২০১৩ সালে। নিঃসন্দেহে ২০০৫ সালের আইনটি বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার একটি প্রধানতম অর্জন। তবে এই আইন দ্বারা তামাক পণ্যের প্রচার-প্রচারণা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও তামাক কোম্পানির কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে সুকৌশলে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তামাক চাষ থেকে শুরু করে তামাক পণ্যে করারোপসহ নানা বিষয়ে তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হস্তক্ষেপ পুরো মাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সরকারের নীতি-নির্ধারক

oral cancers. Tobacco smoke contains 7,000 toxic chemicals and at least 69 of them are carcinogenic.[4] According to a study by WHO, tobacco is killing a person in every six (06) seconds. It is anticipated that tobacco will kill 10 million people annually by 2030 and 7 million of them in the third world countries like Bangladesh.

FCTC and Bangladesh

Bangladesh was the first signatory to the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).[5] Acknowledging the disastrous effects of tobacco, Bangladesh signed the international treaty in 2003. FCTC is the universal tool for bringing the international community together to reduce tobacco use and fight tobacco industry's interferences. At present almost 88% global population living in 177 member states are covered by the protection provided by FCTC. The government of Bangladesh ratified the treaty in 2004, which created international obligation to implement the articles of it. Accordingly, the government enacted the Smoking and 'Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005' (amended in 2013), which was a great achievement for tobacco control in Bangladesh. Although the law of 2005 regulated advertisements and promotions of tobacco products to a great extent, it could not stop the tobacco industry activities and other tricky interferences in the tobacco control initiatives of the government. Tobacco

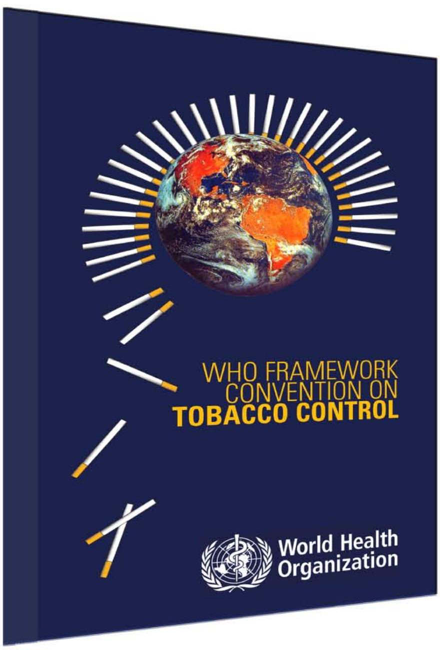

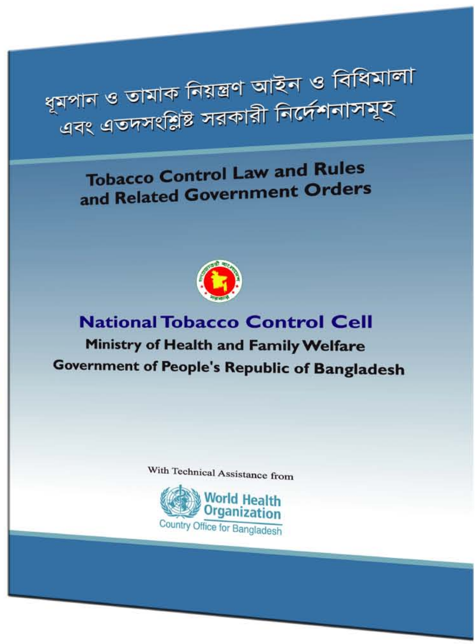

মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে সুকৌশলে তামাক কোম্পানির প্রচারণাও চলছে ব্যাপকভাবে। তামাক কোম্পানির এ সুকৌশল প্রচারণা ও হস্তক্ষেপ আরো বৃদ্ধি পায় ২০০৫ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে এফসিটিসির আলোকে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রতিবছর বাজেটে তামাকপণ্যে অধিকহারে করারোপের জোরালো দাবি ওঠার পর থেকে। বৃক্ষ রোপণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, সৌর শক্তি জোগান, দেশ বরেণ্য চিত্রশিল্পীদের দিয়ে চিত্রাঙ্কন এ সমস্ত কিছু আয়োজনের উদ্দেশ্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রভাবিত করা। অথচ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনসহ অন্যান্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় এফসিটিসিতে ৫.৩ ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে, চুক্তিভুক্ত দেশসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহকে সংরক্ষণ করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো এফসিটিসি সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতার সুযোগে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এফসিটিসি যাতে বাস্তবায়ন না হতে পারে সে বিষয়ে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত নানারকম অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

industry continues its direct and indirect interferences in full swing in tobacco control policies including the ones on tobacco farming and taxation of tobacco products. The tobacco companies are continuing their business promotion in the name of corporate social responsibility (CSR) to attract policymakers' attention. The volume of such tricky promotional activities mounted up following strong demands by tobacco control groups to amend the tobacco control law of 2005 and impose high taxes on tobacco in the national budget. Tobacco companies usually plant trees, supply pure drinking water, install solar plants, arrange painting exhibitions of renowned artists and do other such actitivities only to manipulate the tobacco control initiatives of the government. In contrary, the Article 5.3 of the FCTC, which was included in the treaty to protect tobacco control measures from the interference of tobacco industry, clearly recommends that Parties must protect the tobacco control policies and measures from the commercial and other interests of the tobacco industry.[6] But the tobacco companies are running their activities using the ignorance of the government about FCTC. They are continuously plotting different moves to prevent implementation of FCTC.

Article 5.3: In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, Parties shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in accordance with national law.

এফসিটিসির ধারা ৫.৩-এর কয়েকটি পরামর্শ	Some Recommendations of Article 5.3 of FCTC
সরকার এবং তামাক কোম্পানির মধ্যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব এবং বাধ্যবাধকতাহীন বা অবাস্তবায়নযোগ্য কোন চুক্তি না করা	No partnerships, non-binding or non-enforceable agreements between tobacco industry and governments
সরকারের কোন কর্মকাণ্ডে তামাক কোম্পানির যেকোন ধরনের দান বা সহযোগিতা গ্রহণ না করা	No contributions by tobacco industry to governments
আইনগতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপের বিকল্প হিসেবে তামাক কোম্পানি দ্বারা প্রস্তাবিত কোন আইন বা নীতি অথবা কোম্পানি কর্তৃক স্বতপ্রণোদিত কোন আচরণবিধি গ্রহণ না করা	No tobacco industry-drafted legislation or policy or voluntary codes as substitutes for legally enforceable measures
তামাক কোম্পানিতে সরকার, সরকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিংবা জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কোন বিনিয়োগের সুযোগ না রাখা	No investments by governments or public officials in tobacco industry
সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এফসিটিসি প্রতিনিধিদলে তামাক কোম্পানির কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকা	No tobacco industry representation on government tobacco control bodies or FCTC delegations

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ কি?

What is tobacco industry interference?

তামাক কোম্পানিগুলো একটি দেশের স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা দুর্বল করার কিংবা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সমুন্নত রাখে এমনসব নীতি বা অবস্থানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে বা কৌশলের আশ্রয় নেয় সেগুলোই তামাক কোম্পানির 'হস্তক্ষেপ' হিসেবে পরিচিত।[৭] এই হস্তক্ষেপের অংশ হিসেবে তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগসমূহকে ব্যাহত করতে তামাক কোম্পানি প্রতিনিয়ত অবস্থাভেদে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এসকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে।

এটি মনে রাখা জরুরি যে, তামাক কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং এজন্য শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করা। অন্যদিকে সরকারের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য রক্ষায় শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সুতরাং জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তামাক কোম্পানি এবং সরকারের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তামাক কোম্পানি কখনও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডার হতে পারে না।[৬]

তামাকের বিষ মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে প্রমাণিত। তারপরও তামাকের ব্যবসা ও বিক্রি উভয়ই আইনগতভাবে বৈধ। পাশাপাশি বিশ্ব জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই পণ্যের ক্রেতা ও ভোক্তা হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে দারুণ প্রভাবশালী। এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো

Tobacco industry interference is "the set of actions that the tobacco industry takes in order to obstruct the design and implementation of a health policy or promote policies or positions that uphold its commercial interests."[7] As part of the interference activities, the tobacco indutry always tries to resist tobacco control initiatives both in covert and overt manners and spend the required funds to implement the conspiracies.

It is important to keep in mind that tobacco industry always aims at increasing its profit by any means, and try to obstruct tobacco control policies in order to continue and expand their business smoothly. On the other side, the government is responsible for designing and implementing effective tobacco control policies that should protect public health. Hence, the goals of the government and tobacco industry from public health point of view are conflicting; and thus the tobacco industry should never be considered as a stakeholder of any tobacco control policy, programme or initiative.[6]

Tobacco is the only legal product that kills people. Despite that the tobacco business is legal and tobacco companies across the globe are economically and politically influential because large portions of the world populations are tobacco consumers. Using the economic and political powers,

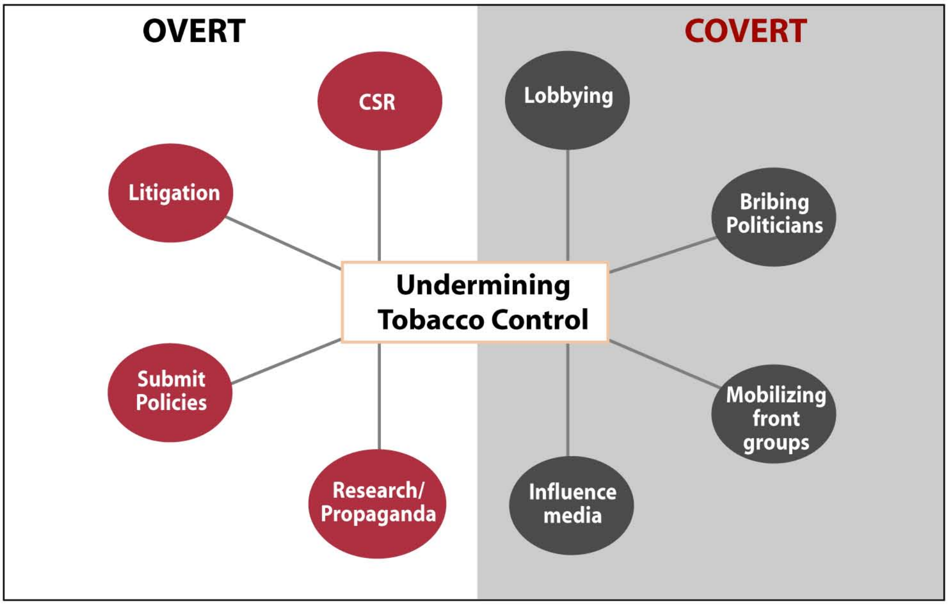

Tobacco industry's ploy to undermine tobacco control

সরকারের বিরুদ্ধে মামলা-মকদ্দমা, সরকার বা নীতি-নির্ধারকদের প্রভাবিত করা, আইনের বা তথ্যের অপব্যাখ্যা এবং বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোকর বা দুর্বলতা খুঁজে বের করে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বে একইসাথে তাদের হস্তক্ষেপ ও ব্যবসা সুচতুরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

তামাক কোম্পানিগুলো মৃত্যুর সওদাগর হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী তারা একটি 'পজিটিভ কর্পোরেট ইমেজ' এর সুবিধা উপভোগ করে থাকে। এই ইমেজ তৈরির অন্যতম একটি মাধ্যম তাদের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বা সিএসআর বিষয়ক কর্মকাণ্ড। 'সামাজিক কর্মসূচির' নামে তামাক কোম্পানিগুলো যে নানাভাবে তাদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে তার প্রমাণ মেলে তামাক কোম্পানিরই ভিতরকার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত-প্রতিবেদনে, যা ইতোমধ্যে জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে।[৮] এই হস্তক্ষেপমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ নিরসনে পৃথিবীব্যাপী সরকারসমূহের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক সচেতনতার ইমেজ ভেঙ্গে দিতে কাজ করে যাওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়ে চলছে।

বহুজাতিক কোম্পানি হিসেবে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করতে একই ধরনের কৌশল অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে থাকে।[৯] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের উল্লেখযোগ্য কিছু কৌশলসমূহ এখানে তুলে ধরা হলো (বিভিন্ন তথ্যসূত্র[৭,৯,১০] ও বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপস্থাপিত):

the tobacco companies interfere and run their business internationally using various tactics including legal battle against the governments, influencing the lawmakers or high government officials, distorting information, finding loopholes of existing laws and using those and many more.

Although tobacco companies are death merchants, they enjoy a 'positive corporate image' worldwide for their so called social responsibilities or CSR activities. Using the CSR label, tobacco companies continue their interference, which is also evidenced by different internal documents of the tobacco companies already made public.[8] Anti-tobacco organizations across the world are pressing the governments to eliminate tobacco industry interference using the revealed documents. At the same time, they encourage the tobacco control advocates to expose the false images of social responsibilities of the tobacco companies.

As transnational companies, they repeat the same strategies internationally to impede adoption and implementation of the tobacco control measures in order to uphold their business interest.[9] The following section presents some notable aspects of tobacco industry interference in different parts of the world (based on various sources[7,9,10] and practical experiences from Bangladesh):

বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিকরণ

প্রতিপক্ষ এবং সমাজের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা ও সেমিনার আয়োজন

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণ

লবিং

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ

তামাক কোম্পানির ব্যবসা সহায়ক নীতির পক্ষে প্রচারণা

আইন সংশোধন বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রদান

অকার্যকর আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করা

রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ

নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অর্থায়ন

তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করার হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি ও অন্যান্য দলিলাদি ব্যবহার

সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থায়ন

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তে সরকারের সাথে স্বতপ্রণোদিত চুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া

গবেষণায় অর্থায়ন, বৈজ্ঞানিক পরামর্শক নিয়োগ

তামাকের পক্ষে তথ্য-উপাত্ত তৈরিতে অর্থায়ন (যেমন: গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়)

পক্ষপাতমূলক গবেষণার তথ্য ফলাও করে প্রচার

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব ও তামাক নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ক তথ্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন

তথ্য বিকৃত করা

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপসমূহকে চ্যালেঞ্জ করা

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়াকে নিরুৎসাহিত করতে নানারকম অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচারের পাশাপাশি জনসমক্ষে তামাক কোম্পানির পক্ষের যুক্তি তুলে ধরা

স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি ও ব্যবহার

বিভিন্ন খাতের লোকদের নিয়ে এলায়েন্স বা ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি, যেমন: হোটেল-রেস্তোরাঁ শ্রমিক, খুচরা বিক্রেতা, প্রচারণা সংস্থা, ধূমপায়ীর অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক সংগঠন, তামাকচাষী

তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের (যেমন: আইন প্রণয়ন, তামাকপণ্যে করারোপ, ইত্যাদি) বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে এসব গ্রুপকে মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার

মামলা-মকদ্দমা

তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দুর্বলকরণে আইনি লড়াই চালানো

Gather civil society members and scholars

Arrange seminars and meetings with civil society members and scholars to observe the opposition and prevailing social trends

Plan future actions to fight challenges ahead

Lobbying

Interfere on policy making process

Promote pro-tobacco policies

Place law amendment proposals

Encourage formulation of ineffective law

Create Political pressure

Fund electoral campaigns

Use international treaties and documents as tools to challenge tobacco control policies

Sponsor government activities to derive help from government officials

Prioritize voluntary agreements with government in place of effective tobacco control law

Fund research and hire scientific consultants

Fund creation of pro-tobacco facts (sponsor researchers, organizations or universities)

Publicize biased research findings

Twist data on detrimental effects of tobacco on health and economy

Distort information

Challenge the government steps on tobacco control

Discourage government's initiatives on tobacco control by filtered information and defending Tobacco Industry in public

Create and utilize front-groups

Use people of different sectors including restaurant workers, retailers, adversiting agencies, smokers' rights associations, tobacco farmers and other such groups as front-groups

Utilize these groups as spokespersons to oppose tobacco control measures like tobacco control law formulation and taxation

Lawsuit

Lodging court cases in order to weaken tobacco control initiatives

হুমকি প্রদান

তামাক নিয়ন্ত্রণের নেতৃবৃন্দ ও নীতি প্রণেতাদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ ও হুমকি দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা

জনসেবা ও কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি

গ্রহণযোগ্যতা বা আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্পকলা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক কার্যক্রমে সহায়তা এবং এসব কার্যক্রমে নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করা

তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়িত্ববোধের' ইমেজ তুলে ধরার লক্ষ্যে তামাক উৎপাদনকারী এলাকাতে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন

মিডিয়াতে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচার

জনসংযোগ, গণমাধ্যমকে ব্যবহার

জনসাধারণের মতামত অথবা আকাঙ্ক্ষা বিকৃতভাবে উপস্থাপন

কোম্পানির পক্ষে অবস্থান তৈরিতে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে ব্যবহার (যেমন: গেটকিপার ও এডিটরদের প্রমোদ ভ্রমণ, উপহার, গণমাধ্যম পুরস্কার, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি)

স্বাস্থ্যনীতিকে হেয় করে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর ধারণা গণমাধ্যমে প্রচার করা (যেমন: 'পাবলিক প্লেস' না বলে 'প্রকাশ্যে' ধূমপান নিষিদ্ধ বলা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বেশিরভাগ ধারাই বাস্তবায়নযোগ্য নয় ইত্যাদি)

চোরাচালান

করনীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনাসমূহ অবমূল্যায়ন অথবা দুর্বলকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ

আইনের ধারা অমান্য বা ভঙ্গ করা, দুর্বলতা কাজে লাগানো

আইনের ফাঁক-ফোকর কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ

তামাকপণ্যের প্রচারণা অব্যাহত রাখতে আইনের বিভিন্ন ধারা বিকৃতভাবে উপস্থাপন ও ব্যবহার

Threatening

Assault and threat tobacco control community and policymaking leaders in person to undermine their activities and create false impression about their work

Social services and CSR

Assist in art, culture and social services and involve policymakers in those activities only to be trustworthy

Provide funds on different welfare projects to create a 'socially responsible' image

Extensively promote CSR projects in mass media

Public relation and using mass media

Distort public opinion

Offer perks (such as pleasure trips for the gatekeepers, editors, media award etc.) to media people for creating pro-tobacco environment

Airing/publishing misleading ideas to undermine health policies (such as altering the meaning of 'public place' with 'open space', saying that most of the sections of tobacco control law are not implementable etc.)

Smuggling

Undertake programs to weaken policies on taxation and market regulation

Law violation, exploiting loopholes

Undertake programs to utilize the loopholes of tobacco control law for obstructing its implementation process

Falsify articles of tobacco control law for continuing tobacco promotion

Source: http://sdhammika.blogspot.com/2012/01/wolves-in-sheeps-clothing.html

Inside a bidi *factory in Bangladesh*

তামাক শিল্পের ইতিহাস

বাংলাদেশে তামাক পণ্য ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও তামাক শিল্পের ইতিহাস ততটা পুরনো নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ছিল মূলত গৃহস্থালি ভিত্তিক। তামাক পণ্য হিসেবে টেন্ডু পাতার বিড়ি, হুক্কা ও অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাক (গুল, জর্দা, সাদাপাতা ইত্যাদি) ব্যবহৃত হত। এগুলো স্বল্প পরিসরে বাড়িতেই তৈরি করে গ্রামের হাট-বাজারে বিক্রি করা হত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তামাক শিল্পের যাত্রা শুরুর সঠিক তথ্য-উপাত্ত না পাওয়া গেলেও জানা যায় যে, ১৯৪৮ সালে আকিজ টোব্যাকো বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম হাতে-তৈরি কাগজের বিড়ির প্রচলন করে।[২৬] ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) (তৎকালীন পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানি - পিটিসি) বাংলাদেশে তাদের প্রথম কারখানা স্থাপন করে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) নামকরণের[১১] মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তামাক শিল্পের প্রচার-প্রসার শুরু হয়।

বাংলাদেশের 'তামাক শিল্প'

'তামাক শিল্প' বলতে তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ এবং তামাকপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে জড়িত পুরো ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা।[১২] বাংলাদেশের তামাক শিল্প মূলত তিনটি উপখাতে বিভক্ত: (১) সিগারেট, (২) বিড়ি এবং (৩) ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা, গুল ইত্যাদি)।

History of Tobacco Industry

The history of tobacco industry is not as old as the tobacco consumption is in Bangladesh. For years, tobacco production and processing were mainly household affairs. *Tendu* leaf *bidi*, *hookah* (hubble-bubble) and other smokeless tobacco (*gul*, *zarda*, *sadapata* etc.) were used as tobacco products, and were produced in small scales at the households to be sold at rural markets. Although there is no concrete information on the institutional history of tobacco industry, it is known that Akij Tobacco started its journey in Bangladesh (the then East Pakistan) in 1948 by producing first hand-made paper *bidi*.[26] In 1949, British American Tobacco (BAT) (the then Pakistan Tobacco Company - PTC) established their first factory in Faujderhat under Chittagong district. Immediately after the Independence, in 1972, the company was named 'Bangladesh Tobacco Company Limited (BTCL)'[11] and thus started the expansion of the tobacco industry in Bangladesh.

'Tobacco Industry' in Bangladesh

'Tobacco industry' refers to an entire group of business that includes manufacturers, importers and distributors of tobacco products and processors of tobacco leaf, whose only goal is to make profits.[12] Tobacco industry in Bangladesh consists of three sub-sectors: (1) cigarette, (2) *bidi* (local form of handrolled cigarette) and (3) smokeless or chewing tobacco *(zarda, gul* etc.).

সিগারেট কোম্পানি আছে মোট ১২টি[১৩] যার মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি), ঢাকা টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি (ডিটিআই), আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি, নাসির টোব্যাকো, ন্যাশনাল টোব্যাকো প্রভৃতি অন্যতম। বাজারে এই কোম্পানিগুলোর একাধিক ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। আর সিগারেট কোম্পানিগুলো পুরোপুরি যান্ত্রিক হওয়ায় এর সাথে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

Among the 12 **cigarette** companies[13] in Bangladesh, British American Tobacco Bangladesh (BATB), Dhaka Tobacco Industry (DTI), Abul Khair Tobacco Company, Nasir Tobacco, National Tobacco etc. are noteworthy. Most of these companies have more than one brands of cigarettes in the market. Since these companies are fully mechanised, they do not employ a lot of workers in the factories.

বিড়ি কারখানা চালু আছে দেশের ৩১টি জেলায় মোট ১১৭টি যার মধ্যে আকিজ বিড়ি, আজিজ বিড়ি, আবুল বিড়ি, আনছার বিড়ি, নাসির বিড়ি, আলী বিড়ি, আমেনা বিড়ি, বনানী বিড়ি কারখানা অন্যতম। বিড়ি কারখানাগুলো অযান্ত্রিক হওয়ায় মানব শ্রমই বিড়ি উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার, যার মধ্যে নারী ও শিশু শ্রমিকের প্রাধান্য রয়েছে। বাংলাদেশে বিড়ি কারখানায় জড়িত প্রত্যক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার এবং এসব শ্রমিকের সহায়তাকারী হিসেবে মূলত গৃহস্থালী পর্যায়ে জড়িত আছে আরও প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ।[১৪]

There are 117 ***bidi*** factories in 31 districts in Bangladesh, of which Akij Bidi, Aziz Bidi, Abul Bidi, Ansar Bidi, Nasir Bidi, Ali Bidi, Amena Bidi, Bonani Bidi etc. are notable. Being non-mechanized, the production process in these factories is heavily based on manual human labor, much of which comes from woman and child laborers. The *bidi* factories directly employ about 65 thousand workers, who are assisted at the household level by about 220 thousand additional people.[14]

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের অন্তর্গত জর্দ্দা এবং গুল উৎপাদনকারী কারখানার সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও নেই। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) আওতায় নিবন্ধিত জর্দ্দা কারখানার সংখ্যা ৩১২টি এবং গুল কারখানার সংখ্যা ৬০টি।[১৫] বাজারে প্রচলিত জর্দ্দার মধ্যে হাকিমপুরী, নূরানী, সুরভী, বাবা, শোভা, আকিজ অন্যতম। গুলের মধ্যে অন্যতম হলো ঈগল, মানস, মোস্তাফা, ঘোড়া মার্কা গুল।[১৬] এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেশের ৩৫টি জেলায় ১৪১টি জর্দ্দা ও গুল কারখানায় ৩৭ হাজার শ্রমিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৫ হাজার শিশু শ্রমিক।[১৭]

No accurate figure is available about the number of factories producing **smokeless tobacco products** including *zarda* and *gul*. However, 312 *zarda* factories and 60 *gul* factories are enlisted under VAT registration of National Board of Revenue (NBR).[15] The common *zarda* brands in the market are Hakimpuri, Nurani, Shurovi, Baba, Akij etc. Among the *gul* brands Eagle, Manas, Mostafa, Ghora Marka Gul etc. are the most common ones.[16] There is no accurate estimate of the number of laborers engaged in the smokeless tobacco industry. However, a recent study figured out 37 thousand workers in 141 factories found in 35 districts. Five thousand of these laborers are children.[17]

Inside a gul *factory in Bangladesh*

Major Districts Producing Tobacco And Tobacco Products In Bangladesh

At a glance

Number of cigarette industry:12
Number of *bidi* factory: 117
Number of *jarda* factory: 312
Number of *gul* factory: 60
Tobacco cultivation: 49000 hectares

তামাক চাষ

বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৭টি জেলা (রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়) ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের ৪টি জেলাসহ (কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ) নড়াইল, যশোর ও মানিকগঞ্জ জেলা তামাক চাষের জন্য পরিচিত। তবে বিগত কয়েক বছরে পার্বত্য অঞ্চলের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং কক্সবাজার জেলাতেও ব্যাপক তামাকের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮,১৯] সরকারি হিসেবে ২০০৯ সালে সারাদেশের ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করা হয়।[২০]

বাংলাদেশে তামাক চাষীর সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে একটি গবেষণায় জানা যায়, বাংলাদেশের কৃষি খাতে মোট শ্রমিকের ০.৬ শতাংশ তামাকের সাথে জড়িত।[২১] দেশে মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ২ কোটি ৫৮ লাখ।[২২] এই হিসাবে বাংলাদেশে তামাক চাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার।

Tobacco Cultivation

Seven (07) districts of greater Rangpur region (Rangpur, Lalmonirhat, Kurigram, Gaibandha, Dinajpur, Thakurgaon and Panchagarh), four (4) districts in Kustia region (Kushtia, Meherpur, Chuadanga and Jhenaidah), Narail, Jessore and Manikganj districts are well-known for tobacco cultivation. However, in the last few years, tobacco farming expanded heavily in Khagrachhari, Bandarban and Cox's Bazar districts of the hill tracts region.[18,19] According to government statistics, tobacco was cultivated in 49,000 hectares of land in 2009 in the country.[20]

Although there is no authentic number of tobacco farmers, a study says that 0.6% of agricultural labor force is engaged in tobacco cultivation.[21] The total agricultural labour force in 2009 was 25.8 million,[22] and accordingly the number of tobacco farmers is eatimated to be155 thousand.

Women involved in tobacco cultivation showing their hands with skin disease

তামাক ও তামাকপণ্যের উৎপাদন

২০০৯ সালে দেশে উৎপাদিত তামাকের পরিমাণ ৯৮,০০০ মেট্রিক টন।[২০] দেশে বছরে প্রায় ৭ হাজার ৬০০ কোটি শলাকা সিগারেট (২০১০-১১ অর্থবছরে)[১৩] এবং প্রায় ৪ হাজার ৮৬২ কোটি শলাকা বিড়ি (২০১২ সালে)[১৪] উৎপাদিত হয়। এছাড়াও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা, গুল, সাদাপাতা ইত্যাদি) দেশে উৎপাদিত হচ্ছে, যদিও এর সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

Production of Tobacco & Tobacco Products

The country in 2009 produced 98,000 metric tons of tobacco.[20] A total of 76,000 million cigarette sticks (2010-11)[13], and 48,624 million *bidi* sticks (2012)[14] are produced annually in the country. Besides, large volumes of smokeless tobacco (*zarda*, *gul* and *sadapata* etc.) are also produced although no accurate estimates are available on that.

Victims of tobacco getting treatment in hospital: (left) tobacco user; (right) child worker of bidi *factory*

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তামাক

তামাক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত করের প্রায় ১১ শতাংশই তামাকখাত থেকে আদায় হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সিগারেট খাতে ১০ হাজার ১৭৩ কোটি, বিড়ি খাতে ২১৩ কোটি, জর্দা খাতে ৭ কোটি এবং গুল খাতে ০.৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়।[১৩] রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে, ২০১১-১২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১ হাজার ৮৭ কোটি টাকার তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়।[২৩]

তামাক কোম্পানির মার্কেট শেয়ার

বিড়ি

বাংলাদেশের তামাক পণ্যের বাজারে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাতে বিড়ি বহুল ব্যবহৃত সস্তা একটি পণ্য। বিড়ির বাজার পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মূলত: ৪টি বিড়ি ফ্যাক্টরি প্রায় অর্ধেক বাজার দখল করে আছে যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাজার দখল করে আছে আকিজ বিড়ি (২৯.১০%), এর পরের স্থানে আছে যথাক্রমে আজিজ বিড়ি (১০.৮০%), আনছার বিড়ি (৪.৮০%) ও নাসির বিড়ি (৪.৭০%) ।[২৪]

Tobacco in Bangladeshi Economy

Tobacco enjoys an important position in Bangladesh economy. Around 11% of total taxes collected by the National Board of Revenue (NBR) are from tobacco sector. In the 2011-12 fiscal year, Tk. 101.73 billion has been realized from cigarette, Tk. 2.13 billion from *bidi*, Tk. 70 million form *zarda* and Tk. 3.6 million from *gul* as taxes.[13] Data from Export Promotion Bureau (EPB) says that the total value of export of tobacco and tobacco products from Bangladedsh in the fiscal year of 2011-12 was Tk. 10.87 billion.[23]

Market Share of Tobacco Companies

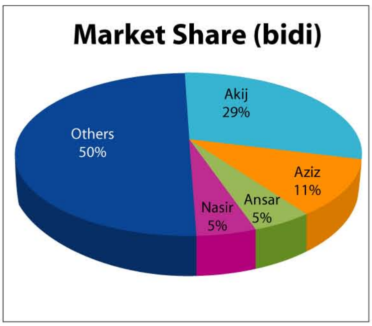

Bidi

In Bangladesh tobacco market, particularly in the rural areas, *bidi* is a widely used cheap commodity. Analysis of the *bidi* market reveals that four (04) *bidi* factories have a combined share of almost half of the total *bidi* market: Akij Bidi (29.10%), Aziz Bidi (10.80%), Ansar Bidi (4.80%) and Nasir Bidi (4.70%).[24]

A child laborer involved in bidi *production*

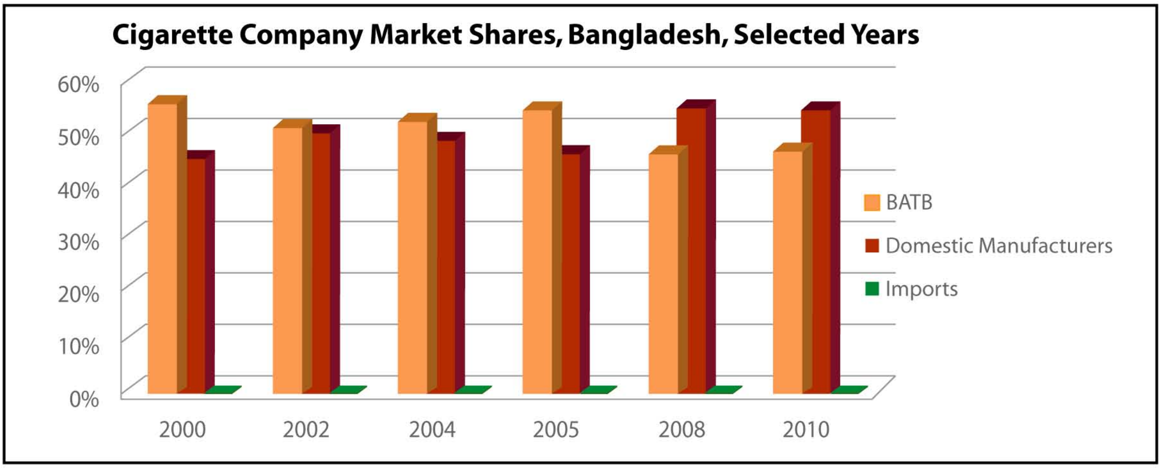

সিগারেট

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিগারেটের বাজার প্রায় অর্ধেক দখল করে আছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। ২০০০ সালের দিকে বিএটিবি'র মার্কেট শেয়ার ৫০ শতাংশের কিছু বেশি থাকলেও ২০১০ সালে এসে তা কিছুটা কমেছে। অপরদিকে দেশি সিগারেট কোম্পানিগুলির মার্কেট শেয়ার ২০০২ সালের পর কিছুটা কমতে থাকলেও ২০০৮ সাল থেকে তা বাড়তে শুরু করে এবং বর্তমানে তা অর্ধেকের বেশি।[২৪]

ধোঁয়াবিহীন তামাকের তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এর মার্কেট শেয়ার সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায়নি।

Cigarette

British American Tobacco Bangladesh (BATB) has been occupying around half of the cigarette market in Bangladesh for more than a decade. BATB market share, which was more than 50% in 2000, declined a little in 2010. On the other hand, market share of the domestic companies, which was declining from 2002, started rising from 2008 and currently it is more than half of the market.[24]

No accurate estimate can be made about the market share of the smokeless tobacco due to lack of information.

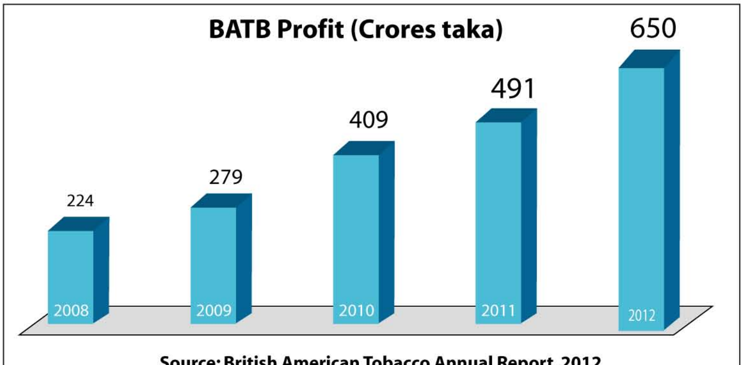

Source: British American Tobacco Annual Report, 2012

তামাক কোম্পানির মুনাফা

সিগারেট কোম্পানির মুনাফা সম্পর্কে ধারণা পেতে বাংলাদেশের অন্যতম একটি তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)-এর গত ২০০৮ সাল থেকে পাঁচ বছরের মুনাফা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের মার্কেট শেয়ার কিছুটা কমে আসলেও মুনাফার পরিমাণ প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। গত ২০০৮ সালে বিএটিবি'র মুনাফার পরিমাণ যেখানে ছিল ২২৪ কোটি টাকা, ২০১২ সালে তা প্রায় তিনগুণ হয়ে দাঁড়ায় ৬৫০ কোটি টাকায়।[১১]

Tobacco Industry's Profit

To get an idea of how the profit of the tobacco industry is increasing, an analysis of profit of one of the largest tobacco companies, British American Tobacco Bangladesh (BATB) shows that it has been increasing shaprly in five years since 2008 despite a falling market share. BATB profit almost threefolded from Tk. 2.24 billion in 2008 to 6.50 billion in 2012.[11]

অন্যান্য সিগারেট কোম্পানি এবং বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকের এ বিষয়ক তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় এসব কোম্পানির লভ্যাংশ সম্পর্কে ধারণা করা যায়নি।

Information about the profit of *bidi* and smokeless tobacco companies has not been found and hence no idea about their profits could be made.

Child laborers in tobacco production: (left) bidi *factory; (right)* gul *factory*

সারকথা

তামাক শিল্প বাংলাদেশে যে সময়েই বিস্তার লাভ করতে শুরু করুক না কেন এখন এই শিল্প সবমিলিয়ে ১ বিলিয়ন ইউএস ডলারের (২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে) বাজার ধরে রেখেছে যা ক্রমবর্ধমান তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বছরে ৩ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে।[২৫] দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর হার প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৪৩ শতাংশ যা ২০০৪ সালে ছিল ৩৬ শতাংশ।[২,৩] তামাক কোম্পানির বিক্রি ও মুনাফার পরিমাণ দিনকে দিন বেড়ে চলেছে যা দেশের জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত। তামাক কোম্পানির এই মুনাফা বাড়তে থাকার অর্থ হচ্ছে আরও বেশি মানুষের এই তামাকপণ্য ব্যবহার, আরও বেশি অসুস্থতা এবং আরও বেশি মৃত্যু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে বাংলাদেশে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল বছরে ৫৭ হাজার[৩] যা এখন আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাই তামাকজনিত রোগে মানুষের মৃত্যু প্রতিরোধে কঠোর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, নীতিমালা ও করনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি তামাক কোম্পানির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

Summary

No matter when they started and expanded, the tobacco industry currently has a market of 1 billion US Dollar (2009 information), and with the increasing number of tobacco consumers, the market is growing by 3% every year.[25] At present, 43% of the adult people of the country consume tobacco, which was 36% in 2004.[2,3] Tobacco sales and the profit of the tobacco companies are increasing every day which is ominous for public health, environment and economy. The increasing trend of profit of the tobacco companies indicates that more people will consume tobacco causing more disabilities and more deaths. According to World Health Organization (WHO), the number of tobacco-realted deaths in 2004 was 57,000[3] which is thought to have increased substantially since then. Therefore, tobacco control law, policies and tax measures should be formulated and enforced to prevent tobacco-releted deaths and ensure accountability of the tobacco industry.

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Tobacco Industry Interference: Bangladesh Perspective

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে তামাক কোম্পানিগুলো নানামূখী কূটকৌশল অবলম্বন করে। তামাক কোম্পানির এই হস্তক্ষেপকে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)' বাস্তবায়নে অন্যতম একটি বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১০] বিশ্বের সর্ববৃহৎ তিনটি তামাক কোম্পানি[১০]- ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল (পিএমআই), ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) ও জাপান টোব্যাকো (জেটি) - সামগ্রিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে দুর্বল করতে এবং একইসাথে তামাকের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও তামাক কোম্পানির থাবা থেকে মুক্ত নয়। দেশি-বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে আসছে। আর এই প্রভাবিত করার উপায় হিসেবে তারা নানামূখী কৌশল অবলম্বন করে থাকে, যার মধ্যে- অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং অর্থায়ন, বিভ্রান্তিমূলক ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি, এনজিও এবং উন্নয়ন এডভোকেসিতে জড়িতদের অর্থায়ন, গবেষণায় সহায়তা, কৌশলী প্রচারণা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচি অন্যতম।[২৭-৩১] বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মূলতঃ নীতি-কেন্দ্রিক, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন সংশোধনী ও করনীতি প্রণয়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।[২৭,২৮]

Tobacco companies adopt various ill tactics to interfere in the process of formulating and implementing tobacco control polices. Such interference from tobacco industry are considered as one of the main obstacles in implementation 'Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)'.[10] Tobacco giants, particularly Phillip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) and Japan Tobacco (JT) are aggressively working to weaken tobacco control activities and to expand tobacco use globally as well.[10]

However, Bangladesh too is not free from the clutch of tobacco industry. Domestic and overseas tobacco companies are influencing tobacco control activities for sustaining their business in the country. To influence tobacco control activities, the tobacco companies adopt different tricks like using financial influence; direct and indirect political lobbying and financing; mobilizing misleading front groups; funding NGOs and development advocacy teams; research assistance; tactful advertisement and Corporate Social Responsibilities etc.[27-31] In Bangladesh, tobacco industry interferences are mainly policy-centered that has evolved around the tobacco control law amendment and tax imposition in recent years.[27,28]

World No Tobacco Day 2012 poster, WHO

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

Tobacco industry interference in amendment of Tobacco Control Law

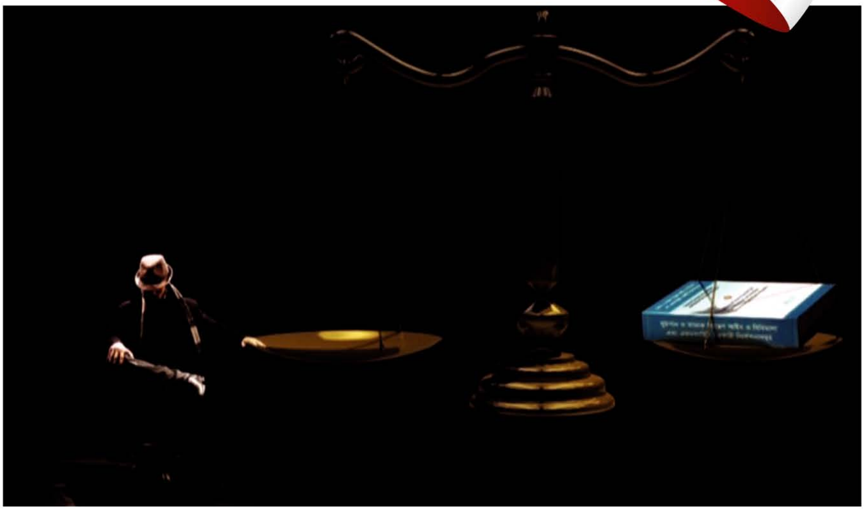

বাংলাদেশে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ হয়। এ আইনে এফসিটিসির অনেকগুলো শর্ত যদিও পুরোপুরি বা আংশিকভাবে পালিত হয়েছে তারপরও এর মধ্যে ছিল বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা। সে কারণে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইনটি খুব একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ বাস্তবতায় আইনটিকে এফসিটিসি'র আলোকে সংশোধন করে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বছর কয়েক আগে।[৩২,৩৩] এই সংশোধনীতে উল্লেখযোগ্য যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় তার মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় ধোঁয়াবিহীন তামাককে (গুল, জর্দ্দা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা; পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনকে আরও ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করা; ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার (স্মোকিং জোন) সুযোগ না রাখা; তামাকজাত দ্রব্যে 'লাইট', 'মাইল্ড', 'লো-টার', 'এক্সট্রা' ও 'আল্ট্রা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের সুযোগ না রাখা; তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ করা, তামাকপণ্যের প্যাকেট এবং কৌটায় সচিত্র সতর্কবাণী প্রচলন; আইন অমান্যে জরিমানা বৃদ্ধি; এবং শাস্তি বা জরিমানার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে কোম্পানিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি অন্যতম।[৩২,৩৩] গত ২৭ আগস্ট ২০১২ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। খসড়া সংশোধনীতে পাবলিক প্লেসের আওতা বাড়ানোসহ সরকার ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক যেকোন স্থানকে পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণার বিধান রাখা হয়েছিল। তবে অ-ধূমপায়ীদের পরোক্ষ

The government of Bangladesh enacted the 'Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act' in 2005. Although the law complied fully or partially with a number of articles of FCTC, some major loopholes remained. As a result, the law could not play effective role in tobacco control. In this context, initiative for amending the law was taken a couple of years ago.[32,33] The draft amendment of the law included inclusion of smokeless tobacco (e.g. *gul*, *zarda*) in the definition of 'tobacco products'; expanding the definitions of public places and public transports; removing the scope of designated smoking area in smoke-free public places; banning the use of misleading descriptors such as 'light', 'mild', 'low-tar', 'extra', 'ultra' on tobacco products; introducing pictorial health warnings on packets and containers of tobacco products; incresing penalty for law violation and focusing more on companies than individuals regarding penalties.[32,33] The Cabinet approved proposed amendment of the law on August 27, 2012. The draft recommended expanding the definition of public places and authorizing the local governments to declare any place as 'public place'. However, the Cabinet

ধূমপান থেকে রক্ষার জন্য পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা বিলোপের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয় মন্ত্রিসভা। ফলে যেকোন পাবলিক প্লেস শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার উদ্যোগটি ভেস্তে যায়। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের শাস্তি হিসেবে প্রস্তাবিত জরিমানা ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যদিও চূড়ান্ত সংশোধনীতে জরিমানার পরিমাণ ধার্য করা হয় ৩০০ টাকা। বিদ্যমান আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আইনের সংশোধনীতে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করার উদ্দেশ্যে যেকোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

ঢাকা মেডিকেলে 'স্মোকিং জোন'!

শনিবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১২

সালমান ফরিদ: হাসপাতালের দেয়ালের ভেতরেই শুধু নয়। একেবারে জরুরি বিভাগের গা ঘেঁষে। যেখানে দিনের ২৪ ঘণ্টা রোগীর আনাগোনা। হাসপাতালের সেই ইমার্জেন্সি বিভাগের পাশের রুমকে বানানো হয়েছে রীতিমতো 'স্মোকিং জোন'। অথচ সেই রুমের ভেতরে দেয়ালে বড় হরফে লেখা রয়েছে 'ধূমপানমুক্ত এলাকা'। তবে সেই নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। এখানে কোন ডাক্তার, রোগী অথবা রোগীর কেউই ধূমপান করেন না। হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা স্থানটিকে বানিয়েছেন ধূমপানের জায়গা। এ কাজের জন্য রুমটি বেশ নিরাপদও। চিকিৎসক-শিক্ষক, কর্মকর্তার সামনে তারা আড্ডা দিতে দিতে সিগারেট পান করেন। কয়েক জন ছাড়া কেউই বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেন না। কেবল সিগারেট পানের জন্য আসেন তারা। ধূমপান করেন। সিগারেটের ধোঁয়া ফুরিয়ে গেলে আবার নিজেদের কাজে চলে যান। এভাবে চলে প্রতিদিন। স্থানটি দেশের বৃহৎ চিকিৎসা কেন্দ্র ঢাকা মেডিকেল

cancelled the proposal of eliminating the scope of designated smoking area in public places. Thus the initiative of making public places 100% smoke-free went in vein. Moreover, the Cabinet reduced the penalty for smoking in public places from Tk 500 to Tk 100 although it was finally made Tk 300. The tobacco companies had been using existing loopholes of the law to continue advertisement and promotion of tobacco products. With a view to making the ban on tobacco advertising, promotion and sponsorthips more stringent, the amendment proposed to impose a penalty of maximum one million taka for violation of the ban, but the Cabinet reduced it to maximum 100 thousand taka.

এসব সুপারিশসহ গত ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে খসড়া আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এরপর তিন মাস খসড়া বিলটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ে[৩৪] আটকে থাকার পর গত ৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে সংসদে উত্থাপিত হয় এবং আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটির প্রথম সভায় পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার সুযোগ বিলোপের সুপারিশ ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হলেও পরবর্তী মিটিংয়ে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপে প্রভাবিত হয়ে কমিটির এক সদস্য তা বাতিল ও তামাক কোম্পানি কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতাকে 'নিষিদ্ধের' বদলে 'নিয়ন্ত্রণের' সুপারিশ করে তার পক্ষে প্রচেষ্টা চালান এবং সফল হন।[৩৫] এক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে বলা হয় তামাক কোম্পানি বিভিন্ন বৃত্তি, অনুদান ইত্যাদি প্রদান করে যা সাধারণ মানুষের উপকারে

With these recommendations, the Cabinet on November 26, 2012 approved the draft Bill for amendment. However, the draft Bill was stuck for three months in the Health Ministry and the Law Ministry[34], and was tabled in the Parliament on March 4, 2013. It was then sent to the Parliamentary Standing Committee for further scrutiny. In the first meeting of the Committee it was agreed that elimination of designated smoking area would be suggested. But in the second meeting a member of the committee, influenced by the tobacco companies annulled the proposal and also suggested 'regulating' tobacco sponsorship instead of 'banning'; and he was

Tobacco advertisements at point-of-sale in Bangladesh

আসে এবং এ কারণে এসব বন্ধ করার প্রয়োজন নেই।[৩৬] কমিটির এসব সুপারিশসহ গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে সংশোধিত বিলটি পাশ হয় এবং ২ মে ২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ হয়।[৩৭]

পরবর্তীতে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হলেও, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে সে প্রক্রিয়াটিও বিলম্বিত হচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো খসড়া বিধিমালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি (সচিত্র সতর্কবাণী) বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত ৬ মাস সময়ের জায়গায় ১৮ মাস সময় চেয়ে স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দেয়ার পাশাপাশি বেশ জোরালো লবিং চালিয়ে যাচ্ছে।[৩৮] এর স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে তামাক কোম্পানিগুলি গণমাধ্যমকেও ব্যবহার করছে।[৩৯]

এভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তামাক কোম্পানিগুলোর নানামূখী ষড়যন্ত্র ও

Anti tobacco bill watered down

Staff Correspondent, bdnews24.com
Published: 2013-04-03 04:04:26.0 BdST Updated: 2013-04-03 04:04:26.0 BdST

A parliamentary panel on Tuesday finalised the draft of the new anti-tobacco law recommending control, instead of a ban, on publicising tobacco products under corporate social responsibility.

The final draft of Smoking and Tobacco Product Usage (Control) (Amendment) Bill 2013 would be presented in the Parliament for approval.

হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো সংশোধিত আইনটি দুর্বল করাসহ পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা বিভিন্নভাবে করেছে। তারা কখনও সরকারের প্রভাবশালী মহল, কখনও জনপ্রতিনিধি, কখনও মিডিয়া, কখনও সুশীল সমাজ এবং কখনও বা তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত নিরীহ শ্রমিকদের ব্যবহার করে আইন সংশোধনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

আইন সংশোধন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের এমন কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো।

লালফিতায় আটকে যাচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী

হামিদ-উজ-জামান মামুন ঃ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কোম্পানিগুলোর অপতৎপরতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী আটকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এটির অনুমোদনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা সংসদ সচিবালয়ে না আসায় এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদে খসড়া অনুমোদনের পর থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো ব্যাপক অপতৎপরতা শুরু করে। ফলে আইন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি খসড়াটি সংসদে না পাঠিয়ে ফেলে রেখেছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান বলেন, পুরো বিষয়টিতে আইন মন্ত্রণালয়ের অসময়োচিত এবং অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ প্রক্রিয়াটিতে তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা বা ইন্ধন রয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ইতোমধ্যেই সংশোধনীটি চলতি সংসদ অধিবেশনে পাস করার যথেষ্ট সময় আছে কি-না, সে বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি, অবিলম্বে সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটিকে সংসদে পাস করে আইনে পরিণত করা হোক।

অন্যদিকে এখনও তামাক সুখাকে খাদ্য হিসেবে মনে করছে খোদ সরকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান

বিষয়টি তুলে দেয়ার দাবি ছিল তামাক বিরোধীদের। কিন্তু সেটি করা হয়নি। ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ৭ নং ধারায় ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা অংশে বলা হয়েছিল, (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন। (২ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৮ নং অংশে সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ধারা ৭-এর অধীনে ধূমপান এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী, ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে ধূমপান হইতে বিরত থাকুন ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ লেখা সংবলিত নোটিস বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু বর্তমান ২০১২ সালের সংশোধনীতে এই স্মোকিং জোন তুলে দেয়ার দাবি ছিল তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোর। কিন্তু তা হয়নি। তবে কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যেমন সংশোধনীর খসড়ায় ২০০৫ সালের ১১ নং আইন এ

successful.[35] The excuse that was placed in favor of his suggestion was that the stipends and donations from the tobacco companies were beneficial for common people and therefore, it should not be stopped.[36] The law was passed in the Parliament on April 29, 2013 and was gazetted on May 2, 2013.[37]

Following the enactment of the ameded law, the process of formulation of Rules started immediately; but that process too is being delayed due to tobacco industry interference. Tobacco companies have issued letter to the Health Secretary for allowing them 18 months instead of the proposed six months for implementing one of the most important sections of the amended law (pictorial health warning) and are lobbying strongly to change the decision of the Health Ministry.[38] In addition, tobacco companies are using the media to defend their position in this regard.[39]

Thus, the process of amendment of the tobacco control law has been facing various conspiracies and interferences of the tobacco industry. Tobacco companies have constantly tried in multiple ways to deter the process of law amendment including weakening of the content and delaying the entire process. At times they engaged influential quarters of the government, sometimes MPs, media or civil society, or utilized the innocent workers involved in the process of tobacco production.

Few examples of such interferences of the tobacco industry from the beginning of the process of law amendment are presented here.

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে এবং এই প্রক্রিয়ার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের প্রভাবিত করতে তামাক কোম্পানিগুলো নানা ভাবে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রথমবার উপস্থাপনের ঠিক আগের দিন ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর প্রতিনিধি দল শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এই আইন সংশোধনে তাদের তীব্র আপত্তি জানায় এবং এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন দাবি মন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করে।[৪০] তাদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা (স্মোকিং জোন) সংরক্ষণ করা যা খসড়া সংশোধনীতে না রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। একই দিনে বিএটিবি রাজস্ব হারানোর অজুহাত দেখিয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিরোধিতা করে চিঠি প্রদান করে।[২৭] উল্লেখ্য, ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে আইনটির খসড়া সংশোধনী নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপিত হলেও অর্থমন্ত্রীর আপত্তির মুখে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ফেরৎ পাঠানো হয়।[২৭] আট মাস পরে ২০১২ সালের ২৭ আগস্ট আইনের খসড়া সংশোধনীটি মন্ত্রিপরিষদের নীতিগত অনুমোদন নিয়ে ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হলেও ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা বা স্মোকিং জোন সংরক্ষণের বিষয়টি বহাল রাখা সহ তামাক কোম্পানির বেশ কয়েকটি অন্যায্য দাবি মেনে নেয়া হয়।[৩৭, ৪১]

BAT urges minister to earmark smoking zones

Business Report

A delegation of British-American Tobacco (BAT) Company met Industries at his office Sunday and demanded that the government should earmark sm public places in line with the practice followed in the developed countries. They have moreover sought the government support to protect the interest industry, which contributes, they said over Tk 7,500 crore to national excl BAT director Jakir Ibne Hai, company secretary Azizul Islam and manage the delegation. Industries Secretary KH Masud Siddiqui was also present. BAT officials sought the cooperation of the minister in protecting the indu They said a total of about 60 lakh people are directly and indirectly, are inv tobacco industry. They said though smoking is prohibited in all developed world, they have special smoking zones in public places.

"This scope is not included in Bangladesh's amended Tobacco Control Act They called for setting aside smoking zones in public places of the country nations.

Tobacco industry worked relentlessly to hinder the tobacco control law amendment process and influence policy makers against the amendment. A day before the placement of the draft of the law amendment bill for Cabinet approval, on 18 December 2011, a team from British American Tobacco Bangladesh (BATB) met the Industries Minister to place their strong objection about the amendment and also presented some of their demands to the Minister.[40] One of their demands was to keep the provision for designated smoking area, which the draft proposed to repeal. On the same day, BATB issued a letter to the Finance Minister opposing the amendment of the law with the argument of possible revenue loss by the government.[27] The draft amendment Bill was placed before the cabinet for initial approval on 19 December 2011 and the cabinet returned the Bill with the excuse of further scrutiny following interference by the Finance Minister.[27] Eight months later, the law got initial approval of the cabinet on August 27, 2012, and was passed on April 29, 2013 in the Parliament accommodating the designating smoking area and some other unjustified demands of the tobacco industry.[37,41]

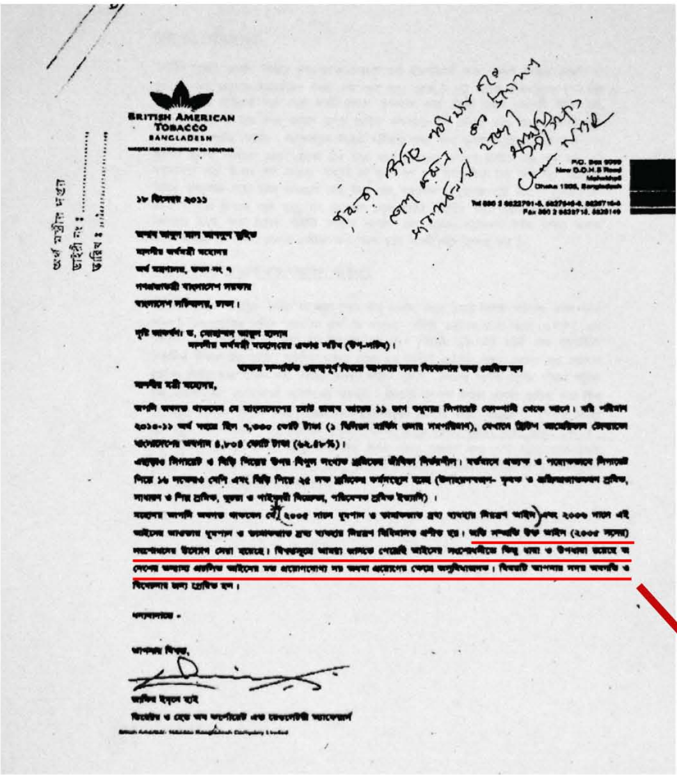

Letter sent by BATB to the Finance Minister opposing amendment of tobacco control law.

আইনের সংশোধনী প্রস্তাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা ব্যবহার উৎসাহিত করতে কোনো দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হলেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে একজন সদস্যের আপত্তির মুখে তা 'নিষিদ্ধে'র পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রণে'র সুপারিশ করে কমিটি।[৩৫] কয়েক বছর আগে জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে তামাক বিরোধী ফোরাম হিসেবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'সিগারেটের বিরুদ্ধে সমমনা গোষ্ঠী - সিগাট' এর আহ্বায়ক হিসেবেও তাকে বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশ নিতে দেখা যায়। এই ফোরামটি তামাকপণ্য হিসেবে কেবল সিগারেটের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে এর উপর করারোপসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছিল অথচ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষত দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তামাকপণ্য হিসেবে বিড়ির ব্যবহার বহুল প্রচলিত।[৪২] বিড়ির উপর করারোপের দাবির ক্ষেত্রে রহস্যজনক নিরবতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার নামে বিড়িশিল্পকে কর থেকে অব্যাহতির দাবির সাথে পরোক্ষভাবে সহমত পোষণ করার কারণে উক্ত ফোরামের উদ্দেশ্য নিয়ে তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো সংশয় প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, এধরনের সংগঠনের উত্থান ও অপতৎপরতা সাধারণত বাজেট তৈরির সময়েই চোখে পড়ে, অন্যসময় খুব একটা দেখা যায় না।

Battle of Minds 2011
The Journey continues

The proposed amendment of the law included a ban on sponsorship activities by tobacco companies but a member of Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare vetoed and finally the Committee recommended 'regulating' instead of 'banning' sponsorship by the tobacco companies.[35] The member was also seen in participating in activities of an organization titled 'Common Interest Group Against Tobacco' (CIGAT) as the convener, which was suddenly formed before the national budget couple of years ago. The forum was opposing the use of cigarette only and demanded to impose tax on cigarette as tobacco product, but was silent about *bidi* although it is a popular tobacco product in the rural areas of Bangladesh.[42] The mysterious silence of this forum about the demand for taxing *bidi* and in some cases its indirect support for the demand of tax exemption for *bidi* in the name of the interest of *bidi* workers created doubts among the anti-tobacco groups about the actual purpose of it. It should be noted that activities of such organizations are seen only before budget each year.

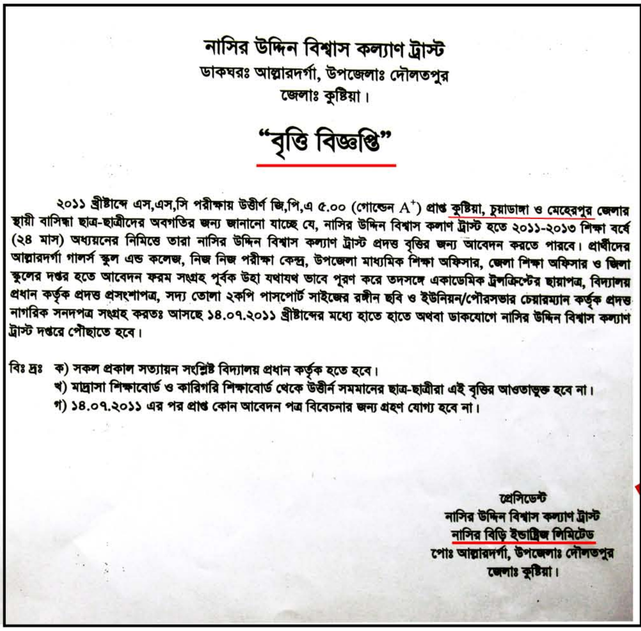

নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কল্যাণ ট্রাস্ট
ডাকঘরঃ আল্লারদর্গা, উপজেলাঃ দৌলতপুর
জেলাঃ কুষ্টিয়া।

"বৃত্তি বিজ্ঞপ্তি"

২০১১ খ্রীষ্টাব্দে এস,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জি,পি,এ ৫.০০ (গোল্ডেন A^+) প্রাপ্ত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্ধা ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কলাণ ট্রাস্ট হতে ২০১১-২০১৩ শিক্ষা বর্ষে (২৪ মাস) অধ্যয়নের নিমিত্তে তারা নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কল্যাণ ট্রাস্ট প্রদত্ত বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রার্থীদের আল্লারদর্গা গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্র, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও জিলা স্কুলের দপ্তর হতে আবেদন ফরম সংগ্রহ পূর্বক উহা যথাযথ ভাবে পূরণ করে তদসঙ্গে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের ছায়াপত্র, বিদ্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রসংশাপত্র, সদ্য তোলা ২কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ছবি ও ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র সংগ্রহ করতঃ আসছে ১৪.০৭.২০১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরে পৌছাতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ক) সকল প্রকাল সত্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধান কর্তৃক হতে হবে।
খ) মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে উত্তীর্ন সমমানের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বৃত্তির আওতাভুক্ত হবে না।
গ) ১৪.০৭.২০১১ এর পর প্রাপ্ত কোন আবেদন পত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ যোগ্য হবে না।

প্রেসিডেন্ট
নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কল্যাণ ট্রাস্ট
নাসির বিড়ি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড
পোঃ আল্লারদর্গা, উপজেলাঃ দৌলতপুর
জেলাঃ কুষ্টিয়া।

Notice for providing scholarships to students by a tobacco company. The three districts covered by the scholarships are all tobacco-growing districts.

Front groups mobilized by tobacco industry: 'bidi workers' protesting amendment of tobacco control law

তামাক কোম্পানিগুলো আইন সংশোধনের বিরোধিতা করতে বিভিন্ন 'ফ্রন্ট গ্রুপ' (তামাক কোম্পানির মদদপুষ্ট তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন) ব্যবহার করে। মূলত: কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থ হাসিলে আইনের সংশোধনী দুর্বল করে দিতেই ফ্রন্ট গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করে। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের ব্যানারে বিড়ি শ্রমিকদের মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভা বৈঠকের ঠিক দু'দিন আগে (১৭ ডিসেম্বর ২০১১) যেখানে দাবি করা হয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা হলে দেশের তামাক শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪৩]

তামাক চাষ বা উৎপাদনের পক্ষে তথ্য-প্রমাণাদি তৈরিতে গবেষণা কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করছে তামাক কোম্পানি। সম্প্রতি বাংলাদেশের উপর প্রকাশিত এরকম দু'টি গবেষণায় অর্থায়ন করেছে বিএটিবি। একটিতে তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসমূহ, অন্যটিতে গ্রামীণ জীবিকায়নে তামাক উৎপাদনের সুবিধাজনক দিকসমূহ তুলে ধরে এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে এই গবেষণা তামাক চাষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীতি-নির্ধারকদের সহায়তা করবে।[২৯,৪৪] তামাক চাষের পক্ষে এডভোকেসি করার জন্য নীতি-নির্ধারকদের (সংসদ সদস্য) ব্যবহার করছে তামাক কোম্পানি। সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য, যিনি কৃষি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, তিনি একাধিক সেমিনারে তামাক চাষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে বলেছেন, এটা যেহেতু

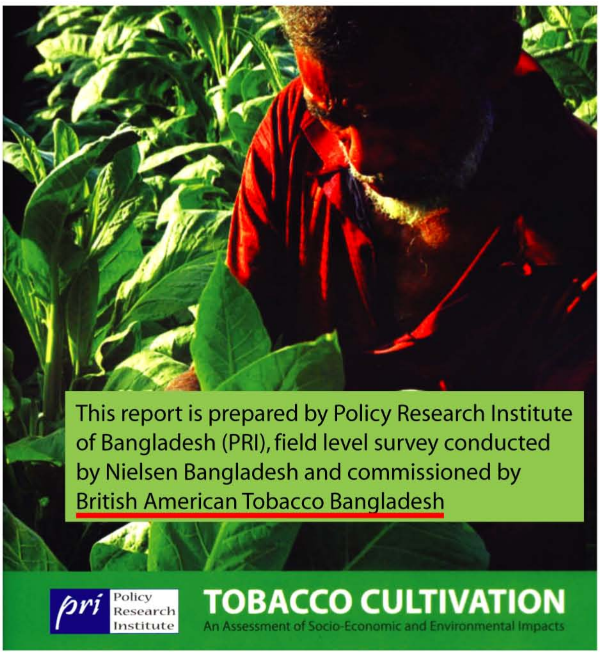

Tobacco industry uses some 'Front Groups' (root level organizations supported by the tobacco industry) to oppose tobacco control law amendment. The tobacco industry uses the groups mainly to protect their interest by weakening the law amendment process. *Bidi* workers on December 17, 2011, two days before the cabinet meeting, formed a human chain with the banner of Bangladesh Bidi Workers Federation claiming that tobacco industry would be ruined if the tobacco control law was amended.[43]

Tobacco industry is funding research to create 'evidences' on the benefits of tobacco production. Recently, BAT financed two such researches on Bangladesh. One of them focused on the socio-economic and environmental impacts of tobacco cultivation and the other highlighted the positive effects of tobacco cultivation on rural livelihoods, and the preface said that the research would help the policy makers in taking decisions on tobacco cultivation.[29,44] Moreover, tobacco industry is deploying policy makers (MPs) for advocating in favor of tobacco cultivation. A ruling party MP, also the

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যম, এ ব্যাপারে সরকারকে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বরং দেশের পতিত জমিতে তামাক চাষ করে রপ্তানি করার পক্ষে মত দেন তিনি।[৪৫] এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে (২৭ আগস্ট ২০১২) আইনের খসড়া সংশোধনীতে অনুমোদন দেয়ার সময় বিদ্যমান আইনে[৪৬] তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে বিকল্প অর্থকরী ফসল চাষের জন্য ঋণ প্রদান সংক্রান্ত উপধারাটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করে দেখার সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে চূড়ান্ত আইনে এ সংক্রান্ত উপধারাটি বিলুপ্ত করে তামাকজাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করার কথা বলা হয়।[৪৭]

BAT billboard highlighting its plantation program for 'fighting climate change disaster'

'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)' কর্মসূচিতে নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে প্রভাবিত করেছে তামাক কোম্পানি। সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিএটি'র সাংস্কৃতিক, বনায়ন ও প্রবাহ (বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ) কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।[৪৮-৫০] উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধনী অনুমোদনের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ সালে প্রথমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হলেও অর্থমন্ত্রীর আপত্তির মুখে তা ফেরত পাঠানো হয়।[২৭] ঐ একই দিনে অর্থমন্ত্রী বিএটিবি আয়োজিত একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।[৪৮] আইন সংশোধন প্রক্রিয়া চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)' কর্মসূচির বিজ্ঞাপন[৫১,৫২] (যেমন: দীপ্ত, প্রবাহ) প্রকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করে মিডিয়াকে বিশেষত 'গেটকিপার'দের প্রভাবিত করার চেষ্টাও করে তামাক কোম্পানি। ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে মে এই ৫ মাসে দেশের ১২টি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রায় অর্ধপাতার ২৫টি সিএসআর বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিএটি।

chair of the Parliamentary Standing Committee for agriculture, took his stance on the boundary of the tobacco companies and said in different programs that since tobacco cultivation earned foreign currency, the government should consider the fact before taking decision on tobacco cultivation; and that tobacco should be exported after farming on the fallow lands.[45] Moreover, an objection was raised at the Cabinet meeting (August 27, 2012) while approving the draft amendment on the sub-section of the 2005 law[46] that provided loan opportunities to farmers for shifting out of tobacco cultivation; and further scrutiny was recommended at the same meeting. Later, the sub-section was excluded in the final amendment and was replaced by a directive only to formulate policies for discouraging tobacco production and farming.[47]

Tobacco industry is influencing policy makers against tobacco control by involving them in their activities of Corporate Social Responsibility (CSR). A number of influential ministers, government officials and political leaders were seen participating at the inaugural ceremonies of cultural programmes, forestation and water supply programs organized by BAT.[48-50] It was interesting to note that the Smoking and Tobacco Products Usages (Control) (Amendment) Act was returned without approval first time from the Cabinet due to protest by the Finance Minister;[27] and on the very same day, the Minister inaugurated an art exhibition organized by BATB.[48] During the crucial stage of the law amendment process, CSR advertisements[51,52] (e.g. solar power, water supply) were published frequently on media to manipulate the gatekeepers and the management of the media by financing through advertisements. BATB published 25 large size (mostly half-page) advertisements of CSR programs on 12 leading dailies during January - May 2012.

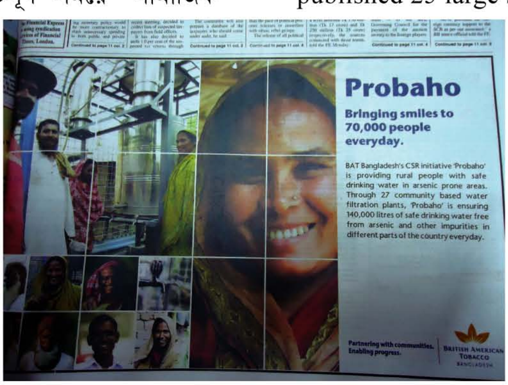

A CSR advertisement of BAT on front page of a leading daily newspaper.

অবাস্তব ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য সংশোধন আইন

সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ ঝুঁকিতে

বিশেষ সংবাদদাতা

বাস্তবতাবিবর্জিত, একতরফা এবং অগ্রহণযোগ্য ধূমপান ও তামাক দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করা হলে ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে সরকার। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগসহ দেশী বিভিন্ন তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। চাকরি হারাতে পারে সিগারেট ও বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দক্ষ-অদক্ষ প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক-কর্মকর্তা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একতরফাভাবে দেয়া প্রস্তাবিত এই সংশোধনী নিয়ে ইতিমধ্যেই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, কিছু এনজিও ও এনজিওপুষ্ট সংগঠনের চাপে সরকার যদি স্টেকহোল্ডার উৎপাদনকারী, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে সংশোধিত অবাস্তব আইনটি পাস করে তবে পুঁজি প্রত্যাহারের পাশাপাশি উচ্চতর আদালতের আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিসহ দেশের ৫/৬টি সিগারেট কোম্পানি এ খাতে

নতুন করে যেসব অবাস্তব ধারা ও কথাবার্তা সংযোজন করা হয়েছে, তা কোনভাবেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন বিদ্যমান আইনে তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞায় সাদাপাতা, গুল, জর্দাকে সংযুক্ত করা হয়নি। অথচ দেশের ২৭ দশমিক ২ ভাগ মানুষ ধোঁয়াহীন এসব তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। তামাকজাত এসব উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সতর্কবাণী না থাকায় এগুলোর ব্যবহার ক্যান্সারসহ বহু রোগের কারণ ঘটায়। বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত আইনে সাদাপাতা, জর্দা ও গুল উৎপাদন, ব্যবহার এবং বাজারজাতের বিষয়ে কোন কিছু না থাকায় এগুলো নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না। বরং নানা জরিপে জানা গেছে, সিগারেটের দাম বৃদ্ধির বিকল্প হিসেবে নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই এখন সাদাপাতা, জর্দা ও গুল ব্যবহার করছে। বিশেষ করে এসব শ্রেণীগোষ্ঠীর মহিলাদের শতকরা ৯৬ ভাগই সাদাপাতা ও জর্দায় দারুণভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া প্রস্তাবিত আইনে ধূমপান এলাকার বিধান রহিত করায় সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আর পাবলিক প্রেসের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা দুনিয়ার কোথাও নজির নেই।

Bill to amend tobacco act likely to be placed in JS next session

Enforcement of some proposed provisions may face difficulty

FE Report

The government is most likely to table in the next session of parliament (Jatiya Sangsad), scheduled to begin on January 27 next, a bill to amend the Tobacco Control Act 2005, with a view to raising greater awareness among the people about health risks of tobacco consumption and, apparently, to making operations of tobacco companies more difficult.

The amendment bill, among others, proposes to empower an increased num-

tobacco products in most cases do not carry any health warning as required under the relevant act. The implementation of various provisions has remained more or less confined to cigarettes.

Market insiders have pointed out that it would not be possible on the part of the cigarette manufacturing companies, including the major ones, to comply with a number of provisions of the proposed act if some of the new provisions are made effective immediately.

For instance, they said,

ing to an estimate about Tk.1.2 billion, and time. A good number of cigarette and other tobacco product manufacturers and marketing companies may find it difficult to make such a large investment, they felt.

In the case of the existing Tobacco Control Act, the government had allowed a period of 18 months time for full enforcement of the same.

In a number of countries, including India, UK and Switzerland, the time allowed for making preparations relating the graphic

ply with the relevant law for practical reasons would only open up scope for an unscrupulous section of officials to indulge in bribery and other irregularities, leading to unnecessary harassment of relevant tobacco product manufacturers.

Notwithstanding the harmful effects of tobacco consumption on human health, the tobacco industry is still a legal one and the government fetches a large volume of tax revenue from it every year. So, for the sake of satisfactory enforcement of the tobacco control

গণমাধ্যম ব্যবহার করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনীসমূহ বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণ এবং নীতি নির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী বাধাগ্রস্ত এবং দুর্বল করতেই তামাক কোম্পানিগুলোর এই প্রচেষ্টা। আইন সংশোধন হলে সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব হারাবে, চোরাচালানকৃত তামাকজাত পণ্যের অবাধ বাজার তৈরি হবে, তামাক কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিশাল জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়বে, তামাকপণ্য বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য প্রভৃতি মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে সর্বস্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছিল তামাক কোম্পানির অন্যতম প্রধান কৌশল।[৫৩,৫৪] আর এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় গণমাধ্যমকে ব্যবহারের উদ্দেশ্য গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগানো।

Tobacco industry used mass media to mislead people by propagating distorted facts about the tobacco control law amendment. These tactics of the tobacco industry were targeted only to hindering and weakening the tobacco control law amendment process. The industry used mass media to propagate various misleading arguments including the revenue loss of the government, hike in smuggled tobacco products in the market, unemployment of the tobacco-laborers, retailers' inability to pay huge amount of penalty for tobacco advertising, and many other such arguments.[53,54] Thus the tobacco industry tried to capitalize on people's trust and confidence on the mass media of the country.

তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর করনীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

Tobacco industry interference on tobacco tax policies

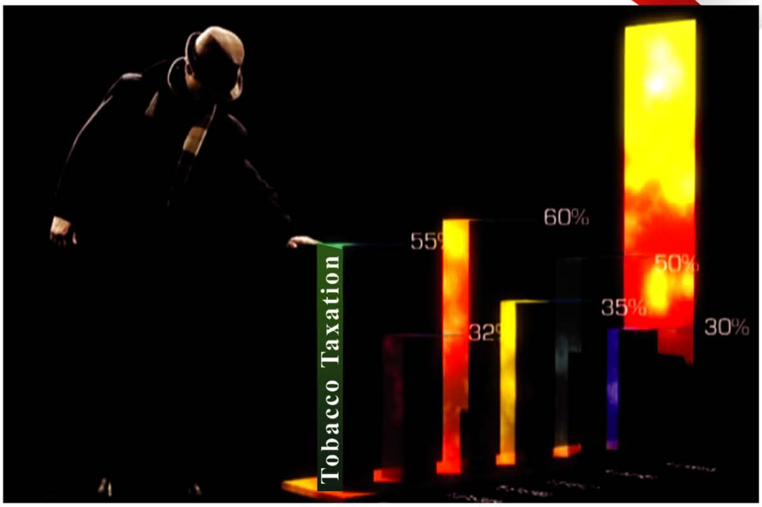

আইন-প্রণয়নের পাশাপাশি তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি।[৫৫] তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকপণ্যের উপর করারোপের কার্যকারিতা এমনকি তামাক কোম্পানি দ্বারাও স্বীকৃত। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তামাক কোম্পানি ফিলিপ মরিসের এক নথিতেও পাওয়া যায় এর প্রমাণ, "[তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত] সবগুলো উদ্বেগের মধ্যে একটি আমাদের সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত করে আর তা হলো [তামাকপণ্যে] করারোপ। যদিও তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং জনসমক্ষে ও পরোক্ষ ধূমপানের উপর নিয়ন্ত্রণ [তামাক] ব্যবসা সংকুচিত করে, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, [তামাকপণ্যে] করারোপ আরও ব্যাপকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করে। কাজেই ধূমপান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে করারোপ সংক্রান্ত উদ্বেগটি।"[৫৬] তামাক ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কেউ তামাক অনুৎসাহিত করবার যেকোন সরকারি নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরোধিতা এবং সরকারকে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। অন্তত তিনটি বিবেচনায় তামাকের উপর অধিক মাত্রায় করারোপ করা যুক্তিযুক্ত। প্রথমত, জনস্বাস্থ্যের বিবেচনায় তামাকের ব্যবহার কার্যকরভাবে কমানোর জন্য তামাকের প্রকৃত মূল্য বাড়ানো প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিবেচনায় তামাকের কর ও মূল্যবৃদ্ধি লাভজনক। তৃতীয়ত, এফসিটিসির সদস্য দেশ হিসেবে আইনগত বাধ্যবাধকতা, কারণ এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তামাকের মূল্য বাড়ানোর জন্য যথাযথ

Along with tobacco control law, increasing tobacco prices is one of the most effective ways to reduce tobacco consumption.[55] It is recognized even by the tobacco industry that the tobacco taxation reduces tobacco use to a great extent. A document from one of the largest cigarette producers, Phillip Morris, acknowledged the fact long ago: "Of all the concerns, there is one - taxation - that alarms us the most. While marketing restrictions and public and passive smoking [restrictions] do depress volume, in our experience taxation depresses it much more severely. Our concern for taxation is, therefore, central to our thinking about smoking and health."[56] Naturally, all the quarters related to tobacco business will oppose any tobacco control policy by the government and also will try to mislead the government on the issue.

Tax increase on tobacco should be supported at least on three grounds. First, moral (public health) ground: real price of tobacco should be increased to reduce tobacco use that kills people. Second, economic ground: increase in tobacco tax is profitable for the government as it generates more tax revenue immediately. Third, legal ground: as a member to FCTC, it is important to respect the international legal obligation and hence increase taxes on tobacco.

রাজস্ব নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তামাকের কর সংক্রান্ত এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় বাজেটে সব ধরনের তামাক-পণ্যের উপর ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হলে এক বছরে বাংলাদেশে ১,৩৬০ কোটি শলাকা সিগারেট ও বিড়ির ব্যবহার কমবে এবং তামাক খাত থেকে বাড়তি রাজস্ব অর্জিত হবে ১,৫৮৮ কোটি টাকা।[৫৭] কিন্তু এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা কমছে না, বরং বাড়ছে; ২০০৪ সালে যা ছিল ৩৭ শতাংশ তা ২০০৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। আর বাড়তি চাহিদা মেটাতে বাড়ছে উৎপাদন। সিগারেটের উৎপাদন ১৯৯৪ সালে যেখানে ছিল ১,৬০০ কোটি শলাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৭,৬০০ কোটি শলাকায়। অর্থাৎ, ১৬ বছরে উৎপাদন প্রায় পাঁচগুন হয়েছে। সার্বিকভাবে এটি স্পষ্ট যে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে। অন্যদিকে সিগারেট ও বিড়ির প্রকৃত মূল্য প্রতিবছর কমছে। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যে হারে বাড়ছে তামাকপণ্যের দাম সে হারে বাড়ছে না ফলে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের তুলনায় তামাকজাত পণ্য সস্তা হয়ে যাচ্ছে।

তামাকপণ্যের দাম বাড়লে যে এর ব্যবহার কমে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এটি প্রমাণিত। ১৯৮১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য যখনই বেড়েছে, তখনই এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে (লেখচিত্র: ১)[৫৮]।

An analysis of possible impact of tobacco taxation in Bangladesh shows, if supplementary duty on tobacco products is fixed at 70% of retail price, consumption will fall by 13,600 million sticks of cigarettes and *bidi* in a year and the government will earn Tk. 15,880 million as additional revenue.[57] But tobacco consumption has not reduced, rather it has increased in absence of effective tax measures: tobacco use prevalence increased from 37% in 2004 to 43% in 2009. In 1994, the volume of cigarette production was 16,000 million sticks and it went up to 76,000 million sticks in 2010-11. Thus the production of cigarettes almost five-folded in 16 years. Overall, it is clear that the use of tobacco has been increasing in Bangladesh. On the other hand, the real prices of cigarettes and *bidi*s have been falling every year, i.e. tobacco products have become cheaper compared to other daily necessities in Bangladesh.

Just like in many countries of the world, it has been proved in Bangladesh as well that tobacco use declines when the price goes up. Using the Bangladesh data of 24 years from 1981 to 2004, it has been revealed that consumption of cigarettes significantly declined when cigarette's real price went up (Figure:1)[58].

Figure:1

Consumption versus Real Price of Cigarettes: 1981-2004

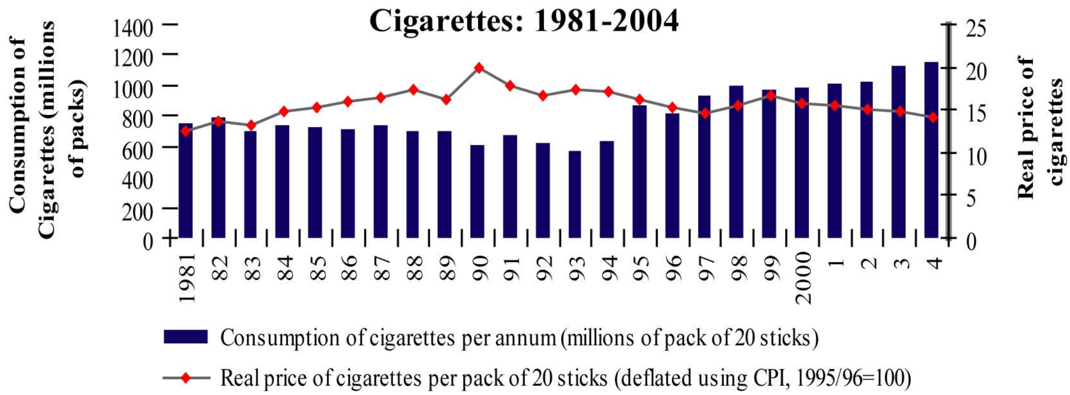

বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা মতে, তামাকজাত দ্রব্যের ১০ শতাংশ (প্রকৃত) মূল্যবৃদ্ধি করা হলে এর ব্যবহার উন্নত দেশে ৪ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসে।[৫৯] বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি।[২] এর একটি বড় অংশ দরিদ্র মানুষ। সুতরাং তামাকপণ্যের উপর উচ্চহারে করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি করা হলে তরুণ ছেলেমেয়েরা নতুন করে তামাক ব্যবহার শুরু করবে না এবং দরিদ্র তামাকসেবিরা তামাক ছাড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু তামাকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অর্থাৎ তামাকপণ্যে করারোপের সঠিক নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ আমাদের দেশে কখনই গ্রহণ করা হয়নি। এর পেছনে সরকারের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে তামাক ও তামাকজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত মানুষের কাজ হারানোর শঙ্কা, তামাক থেকে অর্জিত রাজস্ব হারানো প্রভৃতি। তবে এসব ধারণা মূলত তামাক কোম্পানিরই সৃষ্ট এবং নীতি-নির্ধারকমহলকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের এক বৈশ্বিক কৌশল। বাংলাদেশে তামাকের কর বিষয়ক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে। এই বাজেট প্রণয়নে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বাজেট ঘোষণার (জুন মাস) আগের তিন মাসকে (মার্চ-মে) বাজেট প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বছরের এই সময়কে টার্গেট করে তামাক কোম্পানিগুলো বাজেটে তামাকের উপর কর না বাড়াতে নানামূখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নীতি-নির্ধারণী মহলকে প্রভাবিত করে থাকে।

According to a World Bank study, if the real price of tobacco is increased by 10%, tobacco use reduces by 4% in the developed and by about 8% in the developing countries.[59] In Bangladesh, the number of tobacco users is more than 40 million (GATS, 2009).[2] Since a larger portion of tobacco consumers are poor, increased tobacco prices will not allow them to continue tobacco use and also young people will not follow the course. Unfortunately, effective measures to impose higher taxes on tobacco products for curbing tobacco use have not yet been taken in the country. The government is reluctant to adopt such measures due to a number of perceived threats: losing political popularity, unemployment of the tobacco workers, revenue loss etc. However, these are perceptions created by the tobacco industry and are parts of global tactics for misleading policymakers to protect their commercial interest. Tobacco taxation measures in Bangladesh are usually taken in the national budget of the country. The National Board of Revenue (NBR) helps the Finance Ministry to plan and prepare the annual budget of the country. The three months (March-May) leading to announcement of the budget in June are considered as the most important time of the year in terms of influencing the budget. Tobacco industry targets this time of the year and undertakes various activities to influence policy makers so that taxes on tobacco are not increased in the budget.

তামাকের উপর কর বৃদ্ধির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে নীতি-নির্ধারকদের, বিশেষত সংসদ সদস্যদের নানাভাবে প্রভাবিত করে বিড়ি কোম্পানিগুলো। প্রতিবছরই বাজেট ঘোষণার আগে বিড়ির উপর কর আরোপ না করতে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে সুপারিশ পত্র (ডিও লেটার) পাঠায় বিড়ি কোম্পানিগুলো। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট তৈরির সময়ে প্রায় দুই শতাধিক সংসদ সদস্য বিড়ির উপর কর না বাড়াতে এবং এর উপর বিদ্যমান সমস্ত কর প্রত্যাহার করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার পাঠান।[৬০,৬১] ২০০৯ সালের জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে একজন সংসদ সদস্যের বিড়ির উপর ঐ বছর প্রস্তাবিত কর প্রত্যাহারের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিড়ির উপর আরোপিত বাড়তি কর প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন।[৬২] এরপর ঐ অর্থবছরের জন্য বিড়ির উপর প্রস্তাবিত বাড়তি কর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরবর্তী বছরগুলোতেও বিড়ির কর না বাড়ানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বিভিন্ন সংসদ সদস্য।[৬৩] যার ফলে বিগত বছরগুলোতে বিড়ির উপর কোন উল্লেখযোগ্য করারোপ দেখা যায়নি।

***Bidi* companies manipulate the policy makers, particularly the MPs, in different ways against tax hike on tobacco products.** The *bidi* companies, before the budget announcement each year, send DO (demi-official) letters issued by the MPs to the NBR requesting not to increase tax on *bidi*. During budget preparation for 2013-14, around 200 MPs sent DO letters to the NBR and the Finance Minister requesting not to increase tax on *bidi* and to remove all existing taxes on the product.[60,61] In the budget sessioin of the Parliament in 2009, the Prime Minister recommended to withdraw the proposed additional tax on *bidi* following the urge from an MP.[62] Consequently, the additional tax proposed on *bidi* was withdrawn in that year's budget. In the following years as well, numerous lawmakers took stance in favor of not increasing taxes on *bidi.*[63] As a result, no notable tax increase on *bidi* was seen in the last few years.

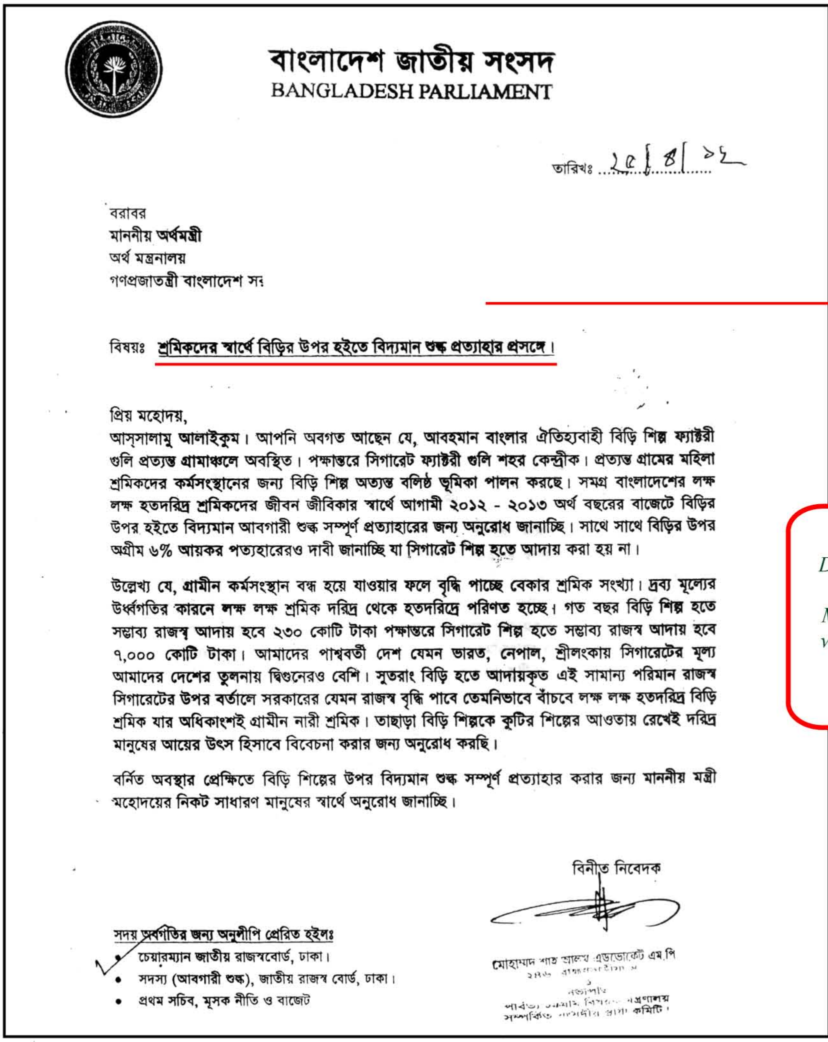

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
BANGLADESH PARLIAMENT

তারিখঃ ২৫/৪/১২

বরাবর
মাননীয় **অর্থমন্ত্রী**
অর্থ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সঃ

বিষয়ঃ **শ্রমিকদের স্বার্থে বিড়ির উপর হইতে বিদ্যমান শুল্ক প্রত্যাহার প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,
আস্সালামু আলাইকুম। আপনি অবগত আছেন যে, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিড়ি শিল্প ফ্যাক্টরী গুলি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে সিগারেট ফ্যাক্টরী গুলি শহর কেন্দ্রীক। প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিড়ি শিল্প অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র শ্রমিকদের জীবন জীবিকার স্বার্থে আগামী ২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরের বাজেটে বিড়ির উপর হইতে বিদ্যমান আবগারী শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সাথে সাথে বিড়ির উপর অগ্রীম ৬% আয়কর পত্যহারেরও দাবী জানাচ্ছি যা সিগারেট শিল্প হতে আদায় করা হয় না।

উল্লেখ্য যে, গ্রামীন কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকার শ্রমিক সংখ্যা। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দরিদ্র থেকে হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। গত বছর বিড়ি শিল্প হতে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় হবে ২৩০ কোটি টাকা পক্ষান্তরে সিগারেট শিল্প হতে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় হবে ৭,০০০ কোটি টাকা। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ যেমন ভারত, নেপাল, শ্রীলংকায় সিগারেটের মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশি। সুতরাং বিড়ি হতে আদায়কৃত এই সামান্য পরিমান রাজস্ব সিগারেটের উপর বর্তালে সরকারের যেমন রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে তেমনিভাবে বাঁচবে লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র বিড়ি শ্রমিক যার অধিকাংশই গ্রামীন নারী শ্রমিক। তাছাড়া বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্পের আওতায় রেখেই দরিদ্র মানুষের আয়ের উৎস হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

বর্নিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিড়ি শিল্পের উপর বিদ্যমান শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট সাধারণ মানুষের স্বার্থে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

মোহাম্মদ শাহ আলম এডভোকেট এম.পি

সদয় অবগতির জন্য অনুলীপি প্রেরিত হইলঃ
- চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ববোর্ড, ঢাকা।
- সদস্য (আবগারী শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
- প্রথম সচিব, মূসক নীতি ও বাজেট

DO letter sent by an MP to Finance Minister requesting withdrawal of taxes from bidi

তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে তামাকের উপর আরোপিত বিভিন্ন শুল্ক কমানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এরকম একটি ঘটনা প্রকাশ পায় তামাকের শুল্ক হ্রাস বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর এক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। ২০১১-১২ সালের বাজেট প্রণয়ণকালে কৃষিমন্ত্রী তার অজান্তেই তামাক রপ্তানির উপর শুল্ক হ্রাসের সুপারিশ সম্বলিত এক নথিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে স্বীকার করেন, যার ফলে ঐ বছর থেকে তামাকের রপ্তানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়।[৬৪]

Motia admits mistake on tobacco tax

Minister for Agriculture Motia Chowdhury has said she signed the file on tax cuts on tobacco import 'by mistake'.

"I should have been more careful," the agriculture minister told the House Sunday in a statement, reports bdnews24.com.

"I would not consciously sign a proposal on reducing taxes on tobacco import. It was an error, I signed it along with several other files," the minister said.

"Thus it went to the National

However, she said her ministry did not issue any letter to the NBR asking it to reduce taxes on tobacco import.

She called on the national daily Bangladesh Pratidin, which had run a report on the matter, to be more factual.

"NBR decided on its own to place a 10 per cent tax instead of 20 per cent on tobacco import. It asked for an opinion of the agriculture ministry on the matter," the minister clarified.

"The file came to me

Tobacco industry adopts various tactics to reduce duties on tobacco. One such attempt was revealed when the Minister for Agriculture admitted, during the budget formulation of 2011-12, that she signed a request for reducing duty on tobacco export 'by mistake', which resulted in reduction of the dutry from 10% to 5% since that year.[64]

তামাকপণ্যে, বিশেষত সিগারেটের উপর করের হার নির্ধারণে সিগারেট কোম্পানির হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের নিয়মিত ঘটনা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একাধিক সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের ওপর করারোপের ধরন কেমন হতে পারে তা জানাতে প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি রাজস্ব বোর্ডে লিখিত প্রস্তাব পাঠায় কয়েকটি সিগারেট কোম্পানি, এর মধ্যে একটি বহুজাতিক কোম্পানির প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিগারেটের কর পদক্ষেপগুলো প্রণয়ন করে থাকে রাজস্ব বোর্ড।

Interferences by tobacco industry, particularly by cigarette companies, in determining tax rates have become common in Bangladesh. Various sources in the National Board of Revenue (NBR) have said that cigarette companies participate in the pre-budget discussions to place their proposals on cigarette tax rates, which they send in writing as well. NBR generally prioritizes the proposals from a multinational cigarette company.

করারোপ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বিড়ি মালিক গোষ্ঠীও। বিড়ির উপর কর আরোপ না করার দাবি জানিয়ে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন এবং এসব কর্মসূচিতে বিড়ি শ্রমিকদেরকে 'ফ্রন্ট গ্রুপ' হিসাবে ব্যবহার করে বিড়ি কোম্পানি।[৬৫,৬৬] সর্বশেষ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হলেও তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভের[৬৬,৬৭] মুখে চূড়ান্ত বাজেটে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[৬৮] আবার বিড়ির পক্ষে নীতি নির্ধারকদের অবস্থান মজবুত করতে বিড়ি মালিকরা বিভিন্ন চালাকির আশ্রয় নেয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ২০১৩ সালের বাজেট প্রণয়নের আগে 'হিউম্যান রিসোর্স এন্ড হেলথ ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংগঠন কেবল কমদামী সিগারেটের শুল্ক দ্বিগুণ করার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন, রাজস্ব বোর্ডের সামনে মানববন্ধন এবং রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।[৬৯]

Bidi factory owners do not lag behind as well in interfering tobacco taxation. With the demand for not imposing tax on *bidi,* they arrange different programmes to draw attention of the policy makers and use the *bidi* labourers as 'front group'.[65,66] Lastly, in 2013-14 budget, the supplementary duty on *bidi* was proposed to go up to 30% from 20%, but the proposal was withdrawn from the final budget[68] due to the agitations of *bidi* laborers sponsored by the tobacco companies.[66,67] Moreover, the *bidi* factory owners adopt deceptive tactics to strengthen the position of the policymakers in favor on *bidi*. For instance, before the budget of 2013, an organization titled Human Resource and Health Foundation (HRHF) organized press conference, human chain in front of NBR, and sent memorandum to the Chairman of NBR with the demand for doubling the tax rate on cheap cigarettes.[69]

Poster on the wall of NBR demanding withdrawal of taxes from bidi *by a group named 'Bangladesh Bidi Workers Feberation'*

Roundtable discussion by RDC on protection of bidi workers through budgetary measures

সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি ও শুল্ক কর দ্বিগুণ করার দাবি

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর. কম

চাকা: জনগণকে ধূমপানে নি
করতে আসন্ন জাতীয় বাজেে
সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি ও শুল্ক
করার দাবি জানানো হয়েছে

মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রে
কনফারেন্স লাউঞ্জে সস্তা মূলে
সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি ও কর
দেশের জনগনকে ধূমপানে
নিরুৎসাহিতকরণ শীর্ষক এক
সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড হেলথ ফাউন্ডেশন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

Press conference demanding increase in taxes on cigarettes only (excluding bidi)

রির্সাচ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেক্টিভ (আরডিসি) নামের অপর একটি সংস্থা বাজেট ঘোষণার আগে শ্রমিকদের বাঁচানোর অজুহাতে বিড়ির উপর কর কমানোর জন্য সরকারের মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্যবিদ ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার, টেলিভিশন টকশো'র আয়োজন করে পাশাপাশি তারা বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি করে।[৭০,৭১] ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট তৈরির প্রাক্কালে 'ক্যাম্পেইন ফর ক্লিন এয়ার' নামে একটি সংগঠন তাদের পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের বহুল ব্যবহারের জন্য সিগারেটকে দায়ী করে এর উপর অধিকহারে কর আরোপের সুপারিশ করে।[৭২,৭৩] ২০১১ সালের বাজেট প্রণয়নের আগে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এমন কয়েকটি এনজিও 'সিগারেটের বিরুদ্ধে সমমনা গোষ্ঠী' (সিগাট) নামের একটি ফোরাম গঠন করে। এই ফোরামটি ঐ বছর বাজেটে শুধু সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা চালায়।[৭৪] এভাবে কেবল সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির নামে বিড়ির উপর কর ঠেকানোর উদ্দেশ্যে বিড়ি মালিকদের বিভিন্ন কৌশলী তৎপরতা প্রতিবছরই বাজেটের আগে দেখা যায়।

Another organization named Research and Development Collective (RDC) organized various programs for 'saving lives' of the *bidi* workers by reducing tax on *bidi*. Such programs included meetings, seminars, and television talk shows involving civil society members, public health specialists and labour organization leaders; and short film on the life of *bidi* workers.[70,71] Before the budgets of 2012-13 and 2013-14, an organization named 'Campaign for Clean Air' demanded a higher taxes on cigarette only based on their survey showing cigarette as the most used tobacco product in the country.[72,73] Before the 2011 budget, a couple of public health NGOs formed a forum called 'Common Interest Group Against Tobacco' (CIGAT) (in the Bangla name, the word 'cigarette' was used instead of 'tobacco'). The forum conducted various campaigns to raise tax only on cigarette.[74] These are some of the examples of the various tactics that bidi factory owners adopt to prevent *bidi* taxation in the name of raising taxes on cigarette only.

বিড়ির ওপর কর বাড়ানোর প্রতিবাদ : যশোর সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্নস্থা
বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ডেস্ক রিপোর্ট

« আগের সংবাদ Share 1 Like 0 Tweet 0 পরে

আগুন জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে যশোরে বিড়ি শ্রমিকদের যশোর-বেনাপোল সড়ক অবরোধ

যশোর সিরাজগ
শেরপুরে কর বৃ
প্রতিবাদে বিক্ষে
সমাবেশ ও সড়
করেছে বিড়ি শ্র
আমাদের প্রতিনি
পাঠানো খবর :
যশোরে আকিজ
শ্রমিকদের বিক্ষে
অবরোধ : বিড়ি
বৃদ্ধির প্রতিবাদে
বিড়ি ফ্যাক্টরির শ
যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। গতকাল সকাল ৯টায় যশোরের নাভারণে
কর্মসূচি শুরু হয়। পরে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনার পর দুপুর ১২টার দিকে
তুলে নেয়।

Street agitations protesting increase in bidi *tax*

Illicit tobacco business hits govt revenue drive

Mohammad Ali

Illicit tobacco business has ecome rampant in recent eriod depriving the government of a significant amount of taxes every year.

According to an estimate, he government lost Tk 675 nillion in revenue in 2011 lue to the onslaught of illicit obacco business.

There remains hree categories n such tobacco business-smuggled, counterfeit and locally produced but duty-evaded.

The revenue oss corresponded to 0.75 per ent of the annual

Hiding media identity, when this reporter asked some cigarette sellers at retail level that how many unauthorised brands of cigarette (known as 'bideshi' cigarette) are available in the market, what they separately replied ranges from 70-142.

However, normally 30-40 brands of illicit cigarette they each regularly sold from their

government revenue can come under serious threat, if the wider consumer groups, who smoke the locally produced international brands, start trying some of these offers, which is now being observed.

They identified two main reasons behind spreading of illicit tobacco business such as consistent price increase of tobacco products and failure of the authorities to contain smuggling.

They laid stress on taking strict enforcement measures to curb the threat for the industry and the government revenue.

Admitting inci-

তামাকের উপর কর আরোপ করা হলে তামাকপণ্যের চোরাচালান বাড়ে এমন প্রচারণা চালিয়ে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম একটি কূটকৌশল। এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো নির্দ্বিধায় গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে। প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার আগে গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসব প্রতিবেদনের মূল ভাষ্যই হচ্ছে, দেশে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বাজার অবৈধ বিদেশি সস্তা সিগারেটে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে এবং সরকার প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে;[৭৫] তাই তামাকপণ্যের উপর আরও বেশি করারোপ হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে তামাকপণ্যের দাম প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।[৫৭]

'Tobacco taxation increases tobacco smuggling' is another misleading propaganda that the tobacco industry runs to draw attention of the policy makers. Tobacco indsutry engages the media to propagate the argument, especially before the budget declaration. Those reports highlight that the country is flooded with smuggled cheap cigarettes and the government is losing revenue every year;[75] hence further increase in tobacco taxes will worsen the situation. It should be noted that the prices of tobacco products in Bangladesh are much lower compared to neighboring countries.[57]

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে লবিস্ট হিসেবে ব্যবহার করে। বিশেষ করে বাজেট প্রণয়নের সময় তামাক কোম্পানিগুলোর এই ধরনের কার্যক্রম বেড়ে যায়। প্রতিবছরই

Tobacco industry uses elite persons of the society as lobbyists to protect their commercial interests. Such moves increase before the budget every year. The lobbyists are seen participating in

A puiblic health expert, a university teacher and a cancer specialist discussing importance of not increasing taxes on bidi.

এই বিশেষ সময়ে বেশ কিছু লবিস্টকে বিভিন্ন সেমিনার, টকশোতে দেশীয় শিল্প বিবেচনায় বিড়ির উপর কর না বাড়ানোর পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়, যাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ক্যানসার বিশেষজ্ঞসহ সংসদ সদস্য।[৭৬,৭৭]

different seminars and talk shows and advocating for tax reduction on *bidi* with the excuse of protecting 'domestic industry'. Such lobbyists include university teachers, public health specialists, cancer specialists, and parliament members.[76,77]

কালের কণ্ঠের সম্মেলনকক্ষে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। ছবি: কালের কণ্ঠ

সিগারেটের ওপর শুল্ক বাড়ানোর দাবি

শুল্কবৈষম্যে বিড়ি কারখানা বন্ধ, শ্রমিক বেকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিড়ি এবং সিগারেটের মধ্যে চলছে শুল্কবৈষম্যের অসম প্রতি
বোঝা চাপিয়ে বিড়ি শিল্পকে ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। অন্যদি
সিগারেটে! সমগোত্রীয় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বিড়ি ও সিগারে
গেছে ১২০টি বিড়ির কারখানা, বেকার হয়েছেন লাখ লাখ বি

Cigarette market expands

25 lakh bidi workers jobless

Staff Reporter

About 25 lakh bidi workers have become jobless be
hundred bidi factories across the country over the l
structure is causing the catastrophe in bidi industrie
expanded in the country in the recent years, accor
Workers' Federation on Tuesday. They said the jol
towards nearby towns and the capital city of Dhaka
federation, in 2001, over 48 lakh bidi workers were
different areas of the country. At present only 95 bi
country, in which approximately 24 lakh workers ar
years, about 25 lakh workers lost their jobs. The fe
imposes high tax on bidi in every national budget t
imposed so high for the cigarette in comparison wit
cope with the cheaper cigarette. If this situation go
down, added the leaders. Meanwhile, a research re

তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন মিথ্যা প্রচারণা চালানোর জন্য গণমাধ্যমকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, বাজেটে বিড়ির উপর কর না বাড়ানোর জন্য 'বিড়ি কারখানায় বিপুল কর্মসংস্থান', 'লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বেকারত্ব' ইত্যাদি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে গণমাধ্যমের সহানুভূতি আদায়ে দেশের অন্যতম বৃহৎ বিড়ি কোম্পানির মালিকসহ প্রতিনিধি দল গণমাধ্যমগুলোতে গিয়ে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে।[৭৮]

Tobacco industry influences the media houses in different ways for running their propaganda. Their aim is to propagate misleading information in order to draw policymakers' attention. Owners of leading bidi companies lead delegates to visit media houses to win their support for the *bidi* sector in favor of resisting tax increase on *bidi* with the myths of 'employment of huge manpower', 'threats of unemployment of millions of workers' etc.[78]

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় করণীয়

Measures to fight tobacco industry interference

সাম্প্রতিক সময়ে তামাক কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ দেশে তামাক বিরোধী কার্যক্রম জোরদার হওয়া। তামাক কোম্পানির এই আগ্রাসী হস্তক্ষেপ বন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ সহায়ক কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

- তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি এবং এর আর্টিকেল ৫.৩ প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতার কথা সরকারকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিতে হবে। এফসিটিসিতে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত হয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

- তামাক কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানির নেওয়া অপকৌশলগুলো উন্মোচন করে গণমাধ্যমের সহায়তায় জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

- তামাক কোম্পানির মিথ্যা প্রচারণাগুলো তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। আর এসব তথ্য-প্রমাণ তৈরিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের মনোনিবেশ করতে হবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম কর্মীরাও এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- তামাকশিল্প যে একটি স্বাভাবিক শিল্প নয়, বরং একটি ক্ষতিকর শিল্প, সে বিষয়ে জনসাধারণ ও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

Strengthening anti-tobacco movement is one of the key reasons behind the recent aggressiveness of the tobacco industry in Bangladesh. Formulation and implementation of effective tobacco control policies can contribute to stopping the aggressive tobacco industry interferences. The following measures should also be taken:

- The government should continuously be reminded of the legal obligations of FCTC and its Article 5.3 to emphasize that the processes of formulation and implementation of tobacco control policies should be free from the influence of the tobacco industry.

- Tobacco industry activities should be brought under surveillance. Besides, the ill tactics of the tobacco industry to obstruct effective tobacco control measures should be exposed through the media.

- Myths propagated by tobacco industry should be effectively countered with proper evidence-based campaigns. Tobacco control activists should be more active in generating the evidence-base. Besides, the journalists can play a vital role by publishing more investigative reports on tobacco industry interferences to hinder tobacco control policies.

- Awareness among the public and policy-makers should be created about the fact that tobacco industry is not a normal industry, rather a harmful one.

Source: http://myonething.ca/blog/category/tobacco/nnsw/

References

[1] WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. World Health Organization (WHO), Geneva, 2011. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf [accessed 21 October 2012].

[2] Global Adult Tobacco Survey (GATS): Bangladesh Report [database on the Internet]. World Health Organization (WHO), Dhaka 2009. Available at: http://www.ban.searo.who.int/LinkFiles/Publication_Global_Adult_Tobacco_Survey_Bangladesh_Report_2009_web.pdf [accessed 5 November 2012].

[3] Zaman MM, Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds): Impact of Tobacco-Related Illnesses in Bangladesh. World Health Organization (WHO), SEARO, Delhi, 2007. Available at: http://ntcc.gov.bd/wp-content/uploads/2010/05/Impact_of_Tobacco_Related_Illness_in_Bangladesh1.pdf [accessed 21 October 2012].

[4] How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease; A Report of the Surgeon General; US Department of Health and Human Services, 2010. Available at: http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/tobaccosmoke/full_report.pdf [accessed 24 December 2013].

[5] WHO Framework Convention on Tobacco Control. World Health Organization (WHO), Geneva, 2003 (updated 2004, 2005). Available at: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf [accessed 21 October 2012]

[6] Guidelines for implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. World Health Organization (WHO), Geneva, 2008. Available at: http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf [accessed 21 October 2012].

[7] Health is not negotiable: Civil Society against the Tobacco Industry's Strategy in Latin America; FIC Argentina, 2012.

[8] Legacy Tobacco Documents Library (LTDL): University of California, Library and Center for Knowledge Management, San Francisco, 2002. Available at: http://legacy.library.ucsf.edu/ [accessed 21 October 2012].

[9] Big Tobacco: Exposing Its Deadly Tactics. Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Washington, DC, November 2010. Available at: http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ExposeBigTobac_Final.pdf [accessed 21 October 2012].

[10] Tobacco industry interference with tobacco control. World Health Organization (WHO), Geneva, 2009. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597340_eng.pdf [accessed 21 October 2012].

[11] British American Tobacco, Bangladesh: Annual Report 2012. Available at: http://www.batbangladesh.com/group/sites/bat_85djtr.nsf/vwPagesWebLive/DO85FE6X/$FILE/medMD95ZGFU.pdf?openelement [accessed 22 December 2013].

[12] Tobacco industry interference: A Global Brief. World Health Organization (WHO), Geneva, 2012. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_NMH_TFI_12.1_eng.pdf [accessed 21 October 2012].

[13] National Board of Revenue (NBR): Tobacco Tax Cell (TTC), 2012.

[14] Rasheed AA and Sinha S: Bidi in Bangladesh: Myths and Reality. Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Dhaka, April 2012.

[15] Sumon B: Use of zarda and gul on the rise: 40 million people in health risk. The Daily Samakal, 15 November 2012. Available at: http://www.samakal.com.bd/details.php?news=17&action=main&menu_type=&option=single&news_id=306742&pub_no=1228&type= [accessed 15 November 2012].

[16] Parul SI: Women exposed to health by using smokeless tobacco. The Daily Destiny, 1 June 2012. Available at: http://www.dainikdestiny.com/index.php?view=details&type=main&cat_id=1&menu_id=22&pub_no=270&news_type_id=1&index=5&archiev=yes&arch_date=01-06-2012 [accessed 5 November 2012].

[17] Factsheet: Smokeless Tobacco: Ground Realities in Bangladesh. Narigrantha Prabartana, Dhaka, 2013.

[18] Tobacco Control Handbook. World Health Organization (WHO), Dhaka, 2009. Available at: http://ntcc.gov.bd/wp-content/uploads/2010/05/Tobacco-Hand-Book.pdf [accessed 5 November 2012].

[19] Chowdhury M. Increase in tobacco cultivation: shifting from northern region to hill tracts. The Daily Janakantha, 31 May 2011. Available at: http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=27&dd=2011-05-31&ni=60287 [accessed 5 November 2012].

[20] Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2009.

[21] Naher F and Chowdhury A: To produce or not to produce: Tackling the tobacco dilemma in Bangladesh. BRAC Research and Evaluation Division, Dhaka, October 2002. Available at: http://www.bracresearch.org/monographs/monograph_23.pdf [Accessed 5 November 2012].

[22] Report on monitoring of employment survey-2009. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Government of the People's Republic of Bangladesh, 2009. Available at: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Latest%20Statistics%20Release/employsurv ey_09.pdf [Accessed 5 November 2012].

[23] Export Promotion Bureau (EPB), 2012. Available at: http://www.epb.gov.bd/images/exportdataanalys/Export%20Analysis%20%202011-2012.pdf [Accessed 5 November 2012].

[24] Barkat, A. *et al*: The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh. Paris: The International Union Agaist Tuberculosis and Lung Disease; 2012.

[25] Munir G: Can tax curb tobacco use? The Daily Financial Express, 20 January 2010. Available at: http://www.thefinancialexpress-bd.com/2010/01/20/89983.html [accessed 5 November 2012].

[26] Mizan A, Sharmin K, Sarwar N, Sultana R: Value chain analysis of Akij Bidi. BRAC University Business School, Dhaka, November 2010. Available at: http://www.scribd.com/doc/51699581/Value-Chain-of-Akij-Bidi [accessed 21 October 2012].

[27] Hasib NI: Tougher tobacco law plan botched. Bdnews24.com, 29 February 2012. Available at: http://bdnews24.com/details.php?cid=2&id=219256 [accessed 21 October 2012].

[28] Mala DA: MPs lobbying for removing duty, tax on bidi industry. The Financial Express, 5 May 2012. Available at: http://www.thefinancialexpress-bd.com/m_more.php?news_id=128617&date=2012-09-14 [accessed 21 October 2012].

[29] PRI publishes study report on tobacco farming. The Daily Star, 15 October 2012. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=253834 [accessed 21 October 2012].

[30] Alison's professional hopes. The Daily New Age, 6 Sep 2012. Available at: http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-09-06&nid=22665#.UG6cEFLSjeQ [accessed 21 October 2012].

[31] Shawki A: The kinks of corporate philanthropy and state policies. The Daily New Age, 29 June 2012. Available at: http://newagebd.com/supliment.php?sid=83&id=582 [accessed 21 October 2012].

[32] Hasib NI: Govt drafts tougher anti-tobacco law. bdnews24.com, 30 May 2011. Available at: http://www.bdnews24.com/details.php?id=197149&cid=4 [accessed 21 October 2012].

[33] Islam R: Anti-tobacco campaigners seek harsher law. UNBconnect.com, 24 September 2011. Available at: http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-59563 [accessed 21 October 2012].

[34] Red tape impeding TCA amendment. The daily Janakantha, 16 February 2013.

[35] Noyon M. Anti tobacco bill watered down by Tobacco Company. Banglanews24.com, 4 April 2013. Available at: http://www.banglanews24.com/detailsnews.php?nssl=aabd1f37d1bd52230de44310da6bd9ec&nttl=04042013186715 [accessed 22 December 2013].

[36] Anti tobacco bill watered down. bdnews24.com, 3 April 2013. Available at: http://bdnews24.com/lifestyle/2013/04/03/anti-tobacco-bill-watered-down [accessed 24 December 2013].

[37] JS passes three bills. Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), 29 April 2013. Available at: http://www1.bssnews.net/newsDetails.php?cat=7&id=328194&date=2013-04-29 [accessed 22 December 2013].

[38] Hasib NI: Tobacco companies lobby hard. bdnews24.com, 18 December 2013. Available at: http://bdnews24.com/health/2013/12/18/tobacco-companies-lobby-hard [accessed 24 December 2013].

[39] Health warning pictorial on tobacco packs needs deadline extension. The Independent, 02 December 2013.

[40] BAT seeks support to protect local tobacco industry. UNBconnect.com, 18 December 2011. Available at: http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-65376 [accessed 21 October 2012].

[41] Tk 1 lakh fine for running tobacco ads. The Daily Star, 27 August 2012. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=40312 [accessed 21 October 2012].

[42] Effective tobacco control law demanded. The New Age, 02 June 2011. Available at: http://newagebd.com/newspaper1/archive_details.php?date=2011-06-01&nid=20867 [accessed 24 December 2013].

[43] Human chain of *bidi* workers: dark law to cage tobacco control. The Daily Kaler Kantho, 18 December 2011. Available at: http://www.kalerkantho.com/index.php?view=details&archiev=yes&arch_date=18 122011&type=gold&data=Book&pub_no=734&cat_id=1&menu_id=43&news_type_id=1&index=20#.UIZp TW_Mj2M [accessed 21 October 2012].

[44] The role of tobacco growing in rural livelihoods. DD International (commissioned by BAT), 2012. Available at: http://ddinternational.org.uk/_uploads/document/49.pdf [accessed 21 October 2012].

[45] Plan to restrict tobacco farming. The Daily Star, 31 March 2011. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/print_news.php?nid=179877 [accessed 21 October 2012].

[46] Smoking and Tobacco Product Usage (Control) Act, 2005. Available at: http://www.searo.who.int/entity/tobacco/topics/bangladesh_tobacco_act.pdf [accessed 21 October 2012].

[47] Smoking and Tobacco Product Usage (control) (amendment) Act 2013. Available at: http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Bangladesh/Bangladesh%20-%20TC%20Amdt.%20Act%202013.pdf [accessed 22 December 2013].

[48] Group art exhibition at Bengal Gallery. The Daily Star, 24 December 2011. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=215394 [accessed 21 October 2012].

[49] BATB distributes 40 lacs sapling this year. The Daily Jannakantha, 23 June 2011. Available at: http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=34&dd=2011-06-23&ni=62662 [accessed 21 October 2012].

[50] BAT installs water plant in Madaripur. The Daily Kaler Kantha, 27 December 2011. Available at: http://www.kalerkantho.com/?view=details&type=gold&data=Recipe&pub_no=743&cat_id=1&menu_id= 56&news_type_id=1&index=14&archiev=yes&arch_date=27-12-2011 [accessed 21 October 2012].

[51] Advertisement of BATB CSR project 'Probaho'. The Daily Star, 27 January 2012. Available at: http://edailystar.com/index.php?opt=view&page=1&date=2012-01-27 [accessed 21 October 2012].

[52] Advertisement of BATB CSR project 'Deepto'. The Daily Star, 29 April 2012. Available at: http://edailystar.com/index.php?opt=view&page=1&date=2012-04-29 [accessed 21 October 2012].

[53] Bill to amend tobacco act likely to be placed in JS next session: Enforcement of some proposed provisions may face difficulty. The Daily Financial Express, 24 January 2013. Available at: http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMDFfMjRfMTNfMV85MF8xNTc5Mjk= [accessed 30 January 2013].

[54] Unrealistic Tobacco Control Act up for harrasment. The Daily Inquilab, 17 December 2012.

[55] Ali Z, Rahman A and Rahman T: Appetite for Nicotine: An economic analysis of tobacco control in Bangladesh. Economics of Tobacco Control Paper no. 16. Washington, D.C.: World Bank, 2003. Available at: http://www.searo.who.int/LinkFiles/NMH_ApetiteforNicotine.pdf [accessed 21 October 2012].

[56] Philip Morris document: "General Comments on Smoking and Health," Appendix I in The Perspective of PM International on Smoking and Health Initiatives, March 29, 1985 as quoted in "Raising cigarette taxes reduces smoking, especially among kids (and the cigarette companies know it)": Factsheet by Campaign for Tobacco-Free Kids. Available at: http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0146.pdf [accessed 24 December 2013].

[57] Factsheet: Taxing Tobacco in Bangladesh - Budget 2012-13. Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Dhaka, 2012.

[58] Taifur Rahman and Hasan Shahriar: "Why Taxing Tobacco" in Tobacco Economics: a periodical on tax and price measures for tobacco control, Issue 01, Year 01, Unnayan Shamannay, July 2008.

[59] Jha P et al. Tobacco Addiction. In: Jamison DT et al., eds. Disease control priorities in developing countries, 2nd ed. New York, Oxford University Press and Washington, DC, World Bank, 2006 as quoted in WHO Report on Global

Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package. Available at: http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf [accessed 24 December 2013].

[60] Hasib NI: MPs stopping Bidi tax rise: NBR. bdnews24.com, 23 March 2012. Available at: http://bdnews24.com/details.php?id=220870&cid=13 [accessed 21 October 2012].

[61] Over 200 lawmakers demand bidi tax cut. Daily Gramer Kagoj, 25 May 2013. Available at: http://www.gramerkagoj.com/details/29/15435http://www.theindependentbd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195221:health-warning-pictorial-on-tobacco-packs-needs-deadline-extension&catid=110:business-others&Itemid=156 [accessed 24 December 2013].2

[62] Tipaimukh problem will be solved through discussion: Prime Minister in Parliament. bdnews24.com, 29 June 2009. Available at: http://www.bdnews24.com/bangla/details.php?id=104949&cid=34 [accessed 5 November 2012].

[63] Azad MAK: 200 MPs for tobacco: Speak against hiking tax. The Daily Star, 5 June 2013. Available at: http://archive.thedailystar.net/beta2/news/200-mps-for-tobacco/ [accessed 23 December 2013].

[64] Matia admits mistake on tobacco tax. The Daily New Age, 26 June 2011. Available at: http://newagebd.com/newspaper1/frontpage/24042.html [accessed 21 October 2012].

[65] Bidi laborers demonstrate in Barisal. The Daily Shamakal, 8 May 2012. Available at: http://www.samakal.com.bd/index.php/details.php?news=16&view=archiev&y=2012&m=05&d=08&action=main&option=single&news_id=257459&pub_no=1046 [accessed 21 October 2012].

[66] Babu HA: Akij fuels bidi labour unrest. The Daily Kaler Kantho, 20 June 2013. Available at: http://www.kalerkantho.com/print_edition/index.php?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1279&cat_id=1&menu_id=14&news_type_id=1&index=1#.UcKiwefTzKg [accessed 23 December 2013].

[67] Bidi factory workers agitate against proposed tax hike. The Daily Star, 20 June 2013. Available at: http://archive.thedailystar.net/beta2/news/bidi-factory-workers-agitate-against-proposed-tax-hike/ [accessed 23 December 2013].

[68] Money whitening scope widens: Investments in productive sectors allowed, land purchase excluded; 10pc import duty for newsprint; bidi tax withdrawn. The Daily Star, 30 June 2013. Available at: http://archive.thedailystar.net/beta2/news/money-whitening-scope-widens/ [accessed 23 December 2013].

[69] Anik SSB: Call for higher tax on tobacco products. The Daily Dhaka Tribune, 10 May 2013. Available at: http://www.dhakatribune.com/economy/2013/may/10/call-higher-tax-tobacco-products [accessed 23 December 2013].

[70] Remove 4th slab of cigeratte: Information Minister.Natunbarta.com, 21 May 2013. Available at: http://www.natunbarta.com/money-and-business/2013/05/21/27093 [accessed 24 December 2013].

[71] 'Kusum Katha' Premiar show held. Natunbarta.com, 23 May 2013. Available at: http://www.natunbarta.com/entertainment/2013/05/23/27412 [accessed 24 December 2013].

[72] Country's teenage smokers reach at 68pc. Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), 23 May 2013 http://www1.bssnews.net/newsDetails.php?cat=0&id=332822&date=2013-05-23 [accessed 24 December 2013].

[73] Commerce Minister in favor of cigarette price increase. The Daily Kaler Kantho, 19 May 2012. Available at: http://www.kalerkantho.com/?view=details&type=gold&data=Antivirus&pub_no=887&cat_id=1&menu_id=43&news_type_id=1&index=2&archiev=yes&arch_date=19-05-2012 [accessed 5 November 2012].

[74] Drive to collect signature: demanding Cigarette tax increase. The Daily Amar Desh, 14 March 2011. Available at: http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/03/14/72268 [accessed 5 November 2012].

[75] Ali M: Illicit tobacco business hits govt revenue drive. The Daily Financial Express, 16 May 2012. Available at: http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=129745&date=2012-05-16 [accessed 21 October 2012].

[76] Bidi workers want alternative jobs. The Daily Star, 6 May 2012. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=184415 [accessed 21 October 2012].

[77] Withdraw plan to tax bidi industry: Urges HR chief. The Daily Star, 22 May 2012. Available at: http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=235189 [accessed 21 October 2012].

[78] Higher tax on cigarette urged. The Daily Kaler Kantha, May 15 2012. Available at: http://www.kalerkantho.com/index.php?view=details&type=gold&data=Forum&pub_no=883&cat_id=1&menu_id=24&news_type_id=1&index=3 [accessed 21 October 2012].

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান' এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা, অডিও-ভিজুয়াল ডকুমেন্টেশন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী এবং সর্বোপরি ইনোভেটিভ অর্থাৎ উদ্ভাবনীমূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যম হতে পারে জনস্বার্থের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্‌স-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল নাগরিককে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলের এবিষয়ে আরও মনোযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞা'র এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে তিন শতাধিক সাংবাদিক সদস্য বিশিষ্ট একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। প্রজ্ঞা এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমটি একটি প্রকল্প হিসেবে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা শুধু প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখন এটি প্রজ্ঞা'র মূল কার্যক্রমেরই একটি প্রধান অংশে পরিণত হয়েছে যার ফলে ভবিষ্যতেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে প্রজ্ঞা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

PROGGA

PROGGA started its journey with the philosophy of 'Knowledge for Progress'. To us, 'progga' is the blend of knowledge and experience. As a non-profit advocacy and research organization, PROGGA started its journey in January 2008. Though it is a young organization in terms of experience, the innovative capacity and endless motivation for work of a group of young activists continues to enrich PROGGA. The core activities of PROGGA are advocacy, research, audio-visual documentation and different capacity building trainings. PROGGA believes that there is no alternative to advocacy for successful application of research based knowledge and drawing attention of the policy makers. Of course, the advocacy has to be realistic, timely, and above all, innovative. In this case, PROGGA has always prioritized mass media of Bangladesh. We believe that mass media can be one of the best vehicles to protect public interest. 'Media for Control Tobacco' is such an initiative of PROGGA. The initiative, with support from Campaign for Tobacco Free Kids, aims at strengthening the role of mass media in creating public awareness to protect Bangladeshis from harms of tobacco and drawing attention of the policy makers to do the needful. In 2010, PROGGA and the Press Institute of Bangladesh (PIB) jointly started tobacco control training workshops for journalists. Based on recommendations from workshop participants, Anti-Tobacco Media Alliance (ATMA) was created as a media network of over 300 journalists of the country. ATMA aims at ensuring effective role of media in building a tobacco-free Bangladesh. PROGGA has been working as the secretariat of ATMA. Although started as a project, tobacco control has become a major part of PROGGA's focus. Accordingly, PROGGA is committed to continue playing a strong role in tobacco control in the coming days.

PUBLIC HEALTH ON TOP

সবার উপরে